আমরা অজেয়

অনিবার্য বিজয়ের হাতছানি



ড. রাগিব সারজানি

লেখক পরিচিতি

ড. রাগিব সারজানি। আরববিশ্বের একজন খ্যাতনামা দায়ি, লেখক, গবেষক ও ইতিহাসবিদ। পেশায় তিনি একজন ডাক্তার। জন্মগ্রহণ করেছেন মিশরের আল-মুহাল্লা কুবরা'য় ১৯৬৪ সালে। ১৯৮৮ সালে কায়রো ইউনিভার্সিটির মেডিসিন অনুষদ থেকে ইউরোসার্জারি বিষয়ে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। এরপর ১৯৯১ সালে কুরআনুল কারিম হিফজ করেন। ১৯৯২ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি এবং ১৯৯৮ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের পাশাপাশি তিনি কলমের আঁচড়ে মুসলিম উম্মাহর সামনে তুলে ধরেন তাদের সোনালি ইতিহাস। আশাহত উম্মাহকে হতাশা ঝেড়ে অতীতের মতো সমুজ্জ্বল হবার স্বপ্ন দেখান। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর আশা জোগান। ইসলামি ইতিহাসসহ দ্বীনি বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত তার গ্রন্থগুলো বিশ্বজুড়ে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। এ পর্যন্ত তার রচিত অর্ধ শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এবং এগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে আসছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন : 'উসওয়াতুল লিল-আলামিন', 'আর-রাহমা ফি হায়াতির রাসুল মাআন নাবনি খাইরা উম্মাতিন', 'কিসসাতু উন্দুলুস', 'কিসসাতুর তাতার', 'কিসসাতু তিউনুস' প্রভৃতি।

আমরা প্রতিভাবান এই লেখকের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর কাছেই গুনাহ মাফ চাই এবং তাঁর কাছেই হিদায়াত তলব করি। আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমাদের নিজেদের এবং মন্দকর্মের অনিষ্ট থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

মুসলিম দেশগুলোর ওপর চোখ বুলালে দেখা যায়, অসংখ্য মুসলিম সন্তান মুসলিমদের বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতি নিয়ে চরম পর্যায়ের হতাশ। মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের আশা বা স্বপ্ন কোনোটিই তাদের নেই। অনেক মুসলিম বিশ্বাস করে যে, বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের সার্বভৌমত্ব ছিল অতীত ইতিহাস। ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে কখনো পাশ্চাত্য, কখনো প্রাচ্য। বিশ্বনেতৃত্বের আসনে ইসলামের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

তাদের মধ্যে অনেকে মনে করে যে, ইসলাম নতুনভাবে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে বসবে ঠিক, তবে তা অনেক অনেক

বছর পরে। আমাদের, আমাদের সন্তানদের, এমনকি আমাদের কয়েক প্রজন্মের উত্তরসূরিদেরও সে দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য হবে না।

হতাশা ও নৈরাশ্যের এমন পরিবেশে মুসলিমদের জন্য ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, কাশ্মির, ইরাক, আফগানিস্তান[১] কিংবা এ ধরনের অন্যান্য সমস্যাসংকুল মুসলিম জনপদের সমস্যা সমাধান করা তো দূরের কথা, এ নিয়ে চিন্তা করাও অসম্ভব। মুসলিমদের পুনর্জাগরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হলে তাদের মন থেকে হতাশার কালিমা দূর করে সেখানে বপন করতে হবে আশার বীজ। বিশেষ করে মুসলিম যুবসমাজকে বের করে আনতে হবে নৈরাশ্যের আঁধার বন্দিশালা থেকে। তাদের মনে বিশ্বাস জোগাতে হবে যে, তাদের হাত ধরেই ইসলাম পুনরায় বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং বিশ্বনেতৃত্বের আসনে বসবে। বক্ষ্যমাণ বইটিতে আমি সে কাজটাই করার চেষ্টা করেছি।

বইটিকে আমি দুটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছি, 'কেন মুসলিমরা হতাশায় নিমজ্জিত?' এ অধ্যায়ে মুসলিমদের হতাশার কারণসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় অধ্যায় সাজিয়েছি 'যে জাতির মৃত্যু নেই' শিরোনামে। সে অধ্যায়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দশটি বাস্তবতা বা তত্ত্ব তুলে ধরেছি, যার প্রতিটিই মুসলিমদের

১. আফগানিস্তানে ইতিমধ্যে মুজাহিদগণ বিজয় লাভ করেছেন এবং শরিয়াহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ করে যাচ্ছেন। —অনুবাদক।

মনে বিশ্বাস জোগাবে যে, মুসলিম উম্মাহ কোনোদিনও চিরতরের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে না।

সবমিলিয়ে বইটিকে স্বপ্ন-দেখানো মোটিভেশনাল বই বলা যেতে পারে। কারণ এতে দেখানো হয়েছে পুনর্জাগরণের স্বপ্ন—বিশ্বজুড়ে বিজয়, নেতৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। বইটি মুসলিমদের মনে বিশ্বাস জোগাবে যে, মুসলিম উম্মাহ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আল্লাহ তাআলা অনন্য মর্যাদা দিয়েছেন এই জাতিকে—যা তাঁর জন্য কঠিন কিছু নয়।

কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন অধমের এ ছোট্ট প্রয়াসকে আমার এবং আপনাদের নেক আমল হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

এবার তাহলে কথা না বাড়িয়ে নেমে পড়ি বইয়ের মূলপাঠে...

প্রথম অধ্যায়

কেন মুসলিমরা হতাশায় নিমজ্জিত?

যে জাতির হাতে কুরআনের মতো কিতাব আছে এবং রাসুল ﷺ-এর হাদিসের মতো হাদিস আছে, সে জাতির নিরাশ হওয়া সত্যিই খুব আশ্চর্যজনক। যে জাতির পেছনে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে, যে জাতির মাঝে জন্ম নিয়েছেন শত শত বীরপুরুষ, সে জাতি কী করে হতাশ হতে পারে? যে মুসলিম জাতির কাছে আছে অতুলনীয় শক্তিমত্তা ও ধনভান্ডার, সে জাতি কখনো আশাহত হতে পারে না। নিরাশা, হতাশা, আশাহীনতা কখনোই এ জাতির শান হতে পারে না। এ জন্যই তো মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

'পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়?'[২]

কিন্তু বর্তমান সময়ে বাস্তবতা ঠিক তার উল্টো। বর্তমানে মুসলিমদের ওপর আশাহীনতা, স্বপ্ন না দেখা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে অধঃপতনের মহা বিপর্যয় আপতিত হয়েছে। এটি এমন এক ভয়াবহ বিপর্যয়, যার উপস্থিতিতে পরিত্রাণের আশা করা যায় না।

তাহলে বোঝাই যায়, নিশ্চয়ই এখানে মুসলিমদের হৃদয়ে এমন কিছু অনুপ্রবেশ করেছে, যেটাকে দুর্বল হৃদয় অনেক বড় কিছু মনে করে বসেছে। এ সুযোগে সে তাদের হৃদয়ে

২. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৫৬।

সুকৌশলে রোপণ করে দিয়েছে হতাশার বীজ। ফলে তারা পরাজয়ের শিকল ভেঙে ফেলে বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার সাহস করতে পারে না। রাজ্যের নৈরাশ্য এসে তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে যায়।

কী সে বিষয়, যা আমাদের হতাশার জিঞ্জিরে বেঁধে রেখেছে? কেন আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসের স্বাদ নিতে পারছি না? কেন আমাদের এই অধঃপতন? আমাদের পূর্বসূরিদের সংগ্রাম, নেতৃত্ব ও মর্যাদার আসন...কীভাবে আমরা পুনরুদ্ধার করব? চলুন, প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি :

আমাদের এই অধঃপতিত পরিস্থিতিতে পৌঁছানোর বেশ কয়েকটি কারণ আছে—যেগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি :

ক. মুসলিমদের দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা, আল্লাহর মানহাজ থেকে সরে আসা, আল্লাহর প্রিয় শাসনব্যবস্থা খিলাফাহকে তুচ্ছ অথবা এ যুগে অচল মনে করা এবং আল্লাহর শত্রুদের সাথে মিত্রতা করা।

খ. একটি জঘন্য চক্রান্ত, যা বহু বছর ধরে বোনা হয়েছে এবং উম্মাহর শত্রুদের বিভিন্ন সম্প্রদায় এটির পরিকল্পনায় সহযোগিতা করেছে।

এক. বর্তমান সময়ে মুসলিমদের ভয়াবহ বাস্তবতা

১. মুসলিমদের বর্তমান বাস্তবতা হলো, একের পর এক পরাজয়ের গ্লানি—যার সূচনা হয় উসমানি খিলাফতের পতনের পর থেকে। এরপর ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনের পতনের মাধ্যমে ইসরাইল রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ হয়। ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয়বারের মতো মুসলিমরা ইসরাইলের কাছে পরাজিত হয়; যদিও তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ার এ পরাজয়কে মুসলিমদের বিজয় আখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যার ফলে কিছু অদূরদর্শী মুসলিম এটাকে সত্যি সত্যি বিজয় মনে করে উদযাপন করে! এরপর ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের কাছে আরবদের পরাজয় হয়—যে যুদ্ধে মিশরীয় ও সিরীয় সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়েছিল এবং মিনিয়া, লাক্সার, হুরগাদা ও আবু সুয়ারের মতো অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দরগুলোসহ সকল বিমানবন্দর গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ বিজয় ছিল আরবের জন্য সবচেয়ে লজ্জাজনক পরাজয়। এরপর ১৯৮৩ সালের অক্টোবর যুদ্ধে মুসলিমরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এরপর আরব-ইসরাইলের মাঝে যুদ্ধবিরতি স্বাক্ষরিত হয়। এভাবে মুসলিমরা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বসবাস করে আসছে প্রায় এক শতাব্দী ধরে।

২. মুসলিমদের আরেকটি বাস্তবতা হচ্ছে, মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে একের পর একের খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়া—যা মুসলিমদের শহর ও শহরবাসীর স্থিতিশীলতা নষ্ট করে দিয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ ক্রমান্বয়ে নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়েছে অথবা নেতাদের প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

৩. বর্তমান মুসলিমদের আরেকটি জঘন্য বাস্তবতা হলো, অশ্লীলতা, স্বেচ্ছাচারিতা, নৈরাজ্য, পাপাচারের সয়লাব এবং বিধ্বংসী পাপকর্ম করে গর্ববোধ করার মতো জঘন্য মানসিকতা। একসময় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহর মনে ইসলামি শাসনব্যবস্থা ও সকল ইসলামি বিধিবিধান ও অনুশাসনের প্রতি যে সম্মানবোধ ছিল, তা আজকালকার মুসলিমদের অধিকাংশের মধ্যে নেই।

৪. বর্তমান মুসলিমদের আরেকটি ভয়ানক বাস্তবতা হচ্ছে, তারা বাইরের ও ভেতরের লোকদের চুরি, প্রতারণা, দুর্নীতি এবং কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের শিকার—যে পরিস্থিতিতে তাদের একাংশ অথবা অধিকাংশ অনাহারে জর্জরিত।

৫. বর্তমান মুসলিমদের আরেকটি মারাত্মক বাস্তবতা হচ্ছে, অর্থনৈতিক অধঃপতন, ক্রমেই ভারী হতে থাকা ঋণের বোঝা, দেউলিয়াত্ব, মুসলিম অধ্যুষিত

রাষ্ট্রগুলোর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থনীতির ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ এবং ধনী গোষ্ঠী—যাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম—ও গরিব-নিঃস্বদের মাঝে সুবিস্তৃত ব্যবধান।

৬. বর্তমান মুসলিমদের আরেকটি দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, বিভাজন, মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব। এমন মুসলিম প্রতিবেশী দেশ খুব কমই আছে, যারা ভৌগলিক সীমানার জন্য অথবা ভাষা ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে পরস্পর সংঘাতে জড়াচ্ছে না। ইসলামকে কঠিনভাবে অনুসরণ করে এমন দুই গ্রুপের মাঝেও মাঝেমধ্যে অথবা প্রায় সময় দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলে।

মুসলিমদের মাঝে বিরাজমান এই বাস্তবতাগুলো কিছু মুসলিমের মনে, বলতে গেলে অধিকাংশ মুসলিমের মনে হতাশা ও নৈরাশ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। ফলে তারা মনে করতে শুরু করেছে যে, এ সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে পুনর্জাগরণ শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভবও বটে।

দুই. ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক ষড়যন্ত্র

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অনেক পুরোনো, অনেক দীর্ঘ এবং এর অনেক মাত্রা আছে। ষড়যন্ত্রের সকল মাত্রা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেই। এখানে আমরা ষড়যন্ত্রের মাত্রাসমূহ থেকে কেবল একটিকে নিয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব : তা হচ্ছে, এর বুদ্ধিবৃত্তিক মাত্রা।

উম্মাহর শত্রুদের বিভিন্ন সম্প্রদায় সঠিক ইসলামি চিন্তাধারা থেকে উম্মাহর চিন্তা-দর্শনকে বিচ্যুত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ফলে উম্মাহ মহাবিশ্বের বস্তুগুলো বিচার করার সঠিক মাপকাঠি হারিয়ে ফেলেছে। এই ষড়যন্ত্রের একটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদের হৃদয়ে হতাশার বীজ বপন করা এবং বর্তমান যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে তারা পড়ে আছে, সেখান থেকে ওঠাকে অসম্ভব মনে করার প্রবণতা সৃষ্টি করা।

শুরুতে আমরা জেনে নেব, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী লোকগুলোর পরিচয় কী?

যুগ যুগ ধরে চলা এই ষড়যন্ত্রে একাধিক গোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেছে :

১. প্রাচ্যবিদ গোষ্ঠী (Orientalists)

এরা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের একটি দল, যাদের অধিকাংশের হৃদয় ঘৃণায় পরিপূর্ণ, হিংসা তাদের অধিকাংশের হৃদয় পুড়িয়ে দিয়েছে এবং পরশ্রীকাতরতা তাদের বেশির ভাগ লোককে অন্ধ করে দিয়েছে। ফলে তারা ইসলাম নিয়ে, ইসলামের ইতিহাস, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ইসলামি জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে শুরু করল। তবে ইসলাম অধ্যয়নে তাদের উদ্দেশ্য ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালনা করা নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, কৌশলে ইসলামকে বিকৃত করা, অপবাদ দেওয়া এবং মুসলিমদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা।

নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে তারা অসংখ্য বই প্রকাশ করেছে এবং বিশ্বব্যাপী তাদের মতবাদ ছড়িয়ে দিয়েছে। অনেক অদূরদর্শী মুসলিমের মনে তাদের বিশ্লেষণ মুগ্ধতা ছড়িয়েছে; ফলে তারা তাদের বিকৃত বিশ্লেষণকেই প্রকৃত ইসলাম মনে করে বসেছে। এভাবে প্রাচ্যবিদরা মুসলিমদের গলার কাঁটা হয়ে ওঠে।

২. পাশ্চাত্যবাদী গোষ্ঠী (Occidentalists)

প্রাচ্যবিদদের অনুসরণে আরেকটি দল সৃষ্টি হয়েছে, যাদের আমি 'পাশ্চাত্যবাদী গোষ্ঠী' বলতে পছন্দ করি। এরা মুসলিমদেরই সন্তান, যারা পশ্চিমাদের দ্বারা প্রলুব্ধ, প্রভাবিত। পাশ্চাত্যের আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যিক রূপ দেখে তাদের মন পাশ্চাত্যপ্রেমে বিভোর।

পশ্চিমারা দারুণভাবে সুযোগটি কাজে লাগায়। এ শ্রেণির লোকদের তারা অসৎ উদ্দেশ্যের হাত বাড়িয়ে টেনে নেয়। অতঃপর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে, মগজধোলাই করে তাদের মনে বসিয়ে দেয় পাশ্চাত্য চিন্তাধারা। এরপর নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয় তাদের। যাতে তারা মুসলিম জাতির সন্তানদের বিভ্রান্ত করতে পারে এবং ইসলাম নিয়ে মুসলিমদের মনে সংশয় বাঁধিয়ে দিতে পারে। তাদের আরেকটি দায়িত্ব হলো মুসলিমদের বোঝানো যে, পশ্চিমাদের অনুসরণ ছাড়া উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়।

এ জন্য তাদের অনেকে বলে, 'আমাদের রাষ্ট্রসমূহ ততদিন উন্নত হবে না, যতদিন না আমরা ভালো-মন্দ সব দিক দিয়ে লন্ডন-প্যারিসের অনুসরণ করি এবং তাদের ভালো-খারাপ সকল কিছু আমাদের দেশে নিয়ে আসি।' তাদের একজন হলেন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্র ও কুরআনের হাফিজ। আজহারে পড়া শেষ করে তিনি আরও উচ্চশিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে ফ্রান্স যান। অতঃপর

ইসলামি রাষ্ট্রে ফিরে আসেন। এসেই এখানকার ছাত্রদের কুরআনের সমালোচনা করতে শেখাতে শুরু করেছেন। এই আয়াত শক্তিশালী, ওই আয়াত দুর্বল... টাইপের জঘন্য মন্তব্য করে নিজের জ্ঞান জাহির করতে লাগলেন।

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

'তাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কী সাংঘাতিক! তারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।'[৩]

তিনি তার ছাত্রদের বলতেন, 'কুরআনে যে ইবরাহিম ও ইসমাইল ﷺ-এর অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে, তার মানে এ নয় যে, বাস্তবেও তারা ছিলেন! শুধু কুরআন দিয়ে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা অযৌক্তিক; বরং এর পেছনে অবশ্যই বাস্তব প্রমাণ থাকতে হবে!'

তার ছাত্রদের তিনি এও বলতেন যে, 'মাক্কি আয়াতসমূহের চেয়ে মাদানি আয়াতসমূহ অধিক পরিপক্ব!' এমনভাবে কুরআন সম্পর্কে মন্তব্য করতেন, যেন তার কাছে ইলমের বিশাল এক সঞ্চয় আছে!

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ

'তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত! এবং তারা যা বলে তিনি তার ঊর্ধ্বে।'[৪]

---

৩. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৫।
৪. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১০০।

তিনি সাহাবিদের নিয়ে বই লিখেছেন। বিশেষ করে, ফিতনার সময়কার সাহাবিদের জীবন নিয়ে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। এতে যতটুকু পেরেছেন কোনোরূপ লজ্জা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই সাহাবিদের চরিত্রে কালিমা লেপনের অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

এসব 'সাহসী' পদক্ষেপের পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। হয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী! এ সুযোগে কোটি কোটি ছাত্রের মাঝে তার ভয়ংকর দৃষ্টিভঙ্গি ঢুকিয়ে দিতে সফল হয়েছেন। এভাবেই অনেক 'আজহারি শাইখ' সেক্যুলারিজমের ভাষ্যকারে পরিণত হয়েছেন—মুসলিম উম্মাহর মনে হতাশা ও নৈরাশ্য সৃষ্টির কাজ সুনিপুণভাবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন তারা। 'আজহারি' নাম ধারণ করলেও তাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আজহারের চিন্তার রয়েছে সুবিশাল তফাত।

৩. উপনিবেশবাদী গোষ্ঠী (Colonist)

মুসলিমদের মনে হতাশা সৃষ্টি করা ভয়াবহ এ চক্রান্তে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে উপনিবেশবাদীরা—যারা কয়েক দশক ধরে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে ও বিশ্বাসে আঘাতের পর আঘাত করে গিয়েছে। বিভিন্ন রঙের, বিভিন্ন ঢঙের জুলুম-অত্যাচারের অনুশীলন করেছে মিশর, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, ইয়ামেন, সুদান, ইরাক, কুয়েতসহ সকল মুসলিম রাষ্ট্রের ওপর।

৪. কতিপয় মুসলিম শাসক

এ ষড়যন্ত্রে আরও যাদের হাত আছে, তাদের মধ্যে কতিপয় মুসলিম শাসক অন্যতম—যারা তাদের জাতিদের বুঝিয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বের পরাশক্তিদের সাথে কিছুতেই পেরে ওঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে নিজেদের আত্মাহুতি দেওয়ার কোনো মানে হয় না। তার চেয়ে বরং তারা যে পথে চলে পার্থিব উন্নতি সাধন করছে, আমাদেরও সে পথে চলা উচিত। কারণ, তারা আমাদের চেয়ে কয়েক বছর নয়, কয়েক শতাব্দী এগিয়ে গেছে!

৫. নেতিবাচক মনোভাবাপন্ন মুসলিম

এরা মুসলিমদের বড় একটি দল—যারা সত্যকে জানে; কিন্তু তার জন্য কাজ করে না। ভালোকে চেনে; কিন্তু তার দিকে আহ্বান করে না। মন্দ তাদের কাছে স্পষ্ট; কিন্তু তা থেকে অন্যকে নিষেধ করে না। তারা অপেক্ষায় থাকে, কখন আসমানি কুদরত এসে সবকিছু ঠিকঠাক করে দেবে অথবা পৃথিবীর বুক থেকেই তারা ছাড়া অন্য কোনো দল এসে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করবে। অন্যের সমালোচনা ছাড়া তাদের খেয়েদেয়ে আর কোনো কাজ নেই। দ্বীনের ঝান্ডা বহন করে যারা কাজ করে যাচ্ছে, পদে পদে তাদের ভুল ধরাই এ শ্রেণির প্রধান কাজ।

এই বর্বর শ্রেণির লোকেরা কী করেছে? তারা বড় বড় অনেক অপরাধ করেছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটির কথা তুলে ধরলাম :

১- ইতিহাস জালিয়াতি

এটি একটি জঘন্য অপরাধ, যার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা এ ছোট্ট কলেবরে সম্ভব নয়। তারা মিথ্যার পর মিথ্যা বলেছে, লিখেছে। মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা সহিহ ও হাসান (বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত) বর্ণনাসমূহ এড়িয়ে আশ্রয় নিয়েছে দুর্বল ও জাল বর্ণনার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজে বের করেছে ইতিহাসের গভীরে লুকিয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনাসমূহ—যে ধরনের দুর্ঘটনা প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে আছে—আর মাটিচাপা দিয়েছে গৌরবময় সুন্দর ইতিহাসকে। তারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মুসলিম উম্মাহর নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, স্থাপত্য, সামরিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সাহিত্য এবং সভ্যতার অন্যান্য সুন্দর দিকগুলো উপেক্ষা করে রাজনীতি ও তার সমস্যার দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে। তারা ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার ইচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং জেনেশুনে সম্মানিত ব্যক্তিদের চরিত্রে কালিমা লেপন করেছে।

এসবের ফলে ইতিহাস আমাদের কাছে একটি বিকৃত ও কদর্য রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যাকে নিজেদের ইতিহাস বলে পরিচয় দিতে উম্মাহর অধিকাংশ লোক

লজ্জাবোধ করে এবং অনেকেই ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে। বিশালসংখ্যক লোক মনে করে, যেখানে পূর্ববর্তীদের অবস্থা এমন, সেখানে পরবর্তীদের থেকে কীভাবে কল্যাণের আশা করা যায়!?

এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ইতিহাস জালিয়াতি কেন এত বড় অপরাধ।

২- বাস্তবতা বিকৃতি

প্রাচ্যবিদ প্রভুরা মুসলিমদের উজ্জ্বল ইতিহাসকে মুছে দিয়েছে। আর প্রভুদের অনুসরণে মুসলিমদের বাস্তবতা ও বর্তমানকে মুছে ফেলার দায়িত্ব নিয়েছে পাশ্চাত্যবাদী গোলামেরা। পাশ্চাত্যবাদী মিডিয়া ও তথাকথিত সুশীল সমাজ কোমর বেঁধে উম্মাহর জেগে ওঠার সম্ভাব্যতা প্রত্যাখ্যান করার এবং উম্মাহর হৃদয়ে নৈরাশ্য জাগিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সহজ করে দিচ্ছে পশ্চিমা মিডিয়ার কাজকে। এর জন্য তারা বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিকৃত নাম দিয়েছে। ইসলামি অনুশাসন মেনে চলার নাম দিয়েছে সন্ত্রাস-উগ্রবাদ-জঙ্গিবাদ। পর্দা বিধানের নাম দিয়েছে নারীর প্রতি কঠোরতা। শরিয়াহ আইন বাস্তবায়নকে তারা নামকরণ করেছে পশ্চাদ্‌গামিতা-পশ্চাৎপদতা-পশ্চাদ্‌মুখিতা-অনুন্নতি। পশ্চিমা দেশে যখন কোনো মুসলিম অপরাধ করে, তখন তারা বলে, 'মুসলিম অপরাধ করেছে।' অনুরূপভাবে ইসলামি রাষ্ট্রে কোনো

প্র্যাক্টিসিং মুসলিম যদি অপরাধ করে, তখন তার ইসলামি পরিচয়টাকে খুব হাইলাইট করা হয়। পক্ষান্তরে, একই অপরাধ যদি কোনো খ্রিষ্টান করে, তখন শুধু তার নামটাই প্রচার করা হয়, তার ধর্মীয় পরিচয়কে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। ১৯৯৫ সালে সংঘটিত আমেরিকার ওকলাহোমা শহরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ঘটনার পর চোখবুজেই তারা বলেছিল, এটা মুসলিমদের কাজ। কিন্তু পরে যখন প্রমাণিত হলো এ ঘটনার মূল হোতা একজন খ্রিষ্টান, তখন তারা অপরাধীর ধর্মীয় পরিচয় বাদ দিয়ে শুধু নাম হাইলাইট করে বলল, 'টিমোথি ম্যাকভেই বোমা বিস্ফোরণ করেছেন!'

যখন কোনো মুসলিম দোষ করে, তখন তারা বলে, মুসলিম দোষ করেছে। কিন্তু সে একই মুসলিম যদি কোনো ভালো কাজ করে, তখন তার ধর্মীয় পরিচয় গোপন রেখে মিশরীয়, সিরীয়, পাকিস্তানি ইত্যাদি তথাকথিত জাতিগত পরিচয় তুলে ধরা হয়।

এ ছাড়াও গণমাধ্যমে ইসলামের অনুসারীদের অত্যন্ত আপত্তিকর উপায়ে চিত্রায়ণ করা হয়। নাটক-সিনেমায় ইসলামি পরিচয়ধারী লোকদের উপস্থাপন করা হয় অদ্ভুত আকৃতিতে। তাদের চোখ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন। তারা বোকার মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। অকারণে হাসে। তারা হয় অলস, কর্মতৎপরতাহীন। যেন এর মাধ্যমে তারা বোঝাতে চায় যে, কেউ যদি ইসলামের অনুশাসন মেনে

চলার চেষ্টা করে, তাকে নাটক-সিনেমায় দেখানো মুসলিম চরিত্রধারী লোকের মতো জ্ঞান-বুদ্ধির দিক থেকে পেছনে পড়ে থাকতে হবে!

অনুরূপভাবে প্রায় সব নাটক-সিনেমায় ইসলামপন্থী লোক হিসেবে যাদের তুলে ধরা হয়, তারা সাধারণ আরবিতে কথা না বলে অতি শুদ্ধ আরবিতে কথা বলে। কুরআন-হাদিসের মানের আরবিতে কথা বললে একটা কথা ছিল; কিন্তু তারা কথা বলে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যমানের সাধারণের দুর্বোধ্য আরবিতে। ফলে তারা যখন কথা বলে, তখন আশপাশের লোকেরা তাদের কথা বুঝতে না পেরে আশ্চর্য হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, হাসি-ঠাট্টা করে! সুবহানাল্লাহ! কী জঘন্য বিদ্রুপাত্মক আচরণ আরবি ভাষার সাথে, যা কিনা গোটা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা!

৩- পাশ্চাত্যভক্তি

পাশ্চাত্যবাদীরা ইসলামের ইতিহাস ও বাস্তব রূপকে ধ্বংস করার পর আপনার সামনে পাশ্চাত্যের মূল্য এতটাই বাড়িয়ে দিয়েছে যে, যাতে আপনার কাছে পাশ্চাত্যের দাসত্বের লাঞ্ছনা মেনে নেওয়া এবং তাদের অন্ধ অনুকরণ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় না থাকে। তারা পাশ্চাত্যের অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক শক্তি, সভ্যতা, নৈতিকতা, বুদ্ধিমত্তা, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প, এমনকি পাশ্চাত্যের ভাষাকেই মহিমান্বিত করে উপস্থাপন করেছে।

ফলে মুসলিমদের মাঝে ভয়ানক পাশ্চাত্য-মুগ্ধতা ছড়িয়ে পড়ে। এখন একজন মুসলিম নিজের ছেলেকে আরবি শেখানোর চেয়ে ইংরেজি শেখাতে বেশি আগ্রহবোধ করে। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে, এখন ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও মুসলিমদেরকে একাধিক ভিনদেশি ভাষা শেখানোর দায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এই অজুহাতে যে, পশ্চিমাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তো তাদের ভাষা শিখতে হবে!! তা ঠিক আছে; কিন্তু তাই বলে কি নিজের ভাষা বাদ দিয়ে ভিনদেশি ভাষা শিখতে হবে!? ভিনদেশি ভাষা শেখার পেছনে আরেকটি অজুহাত হলো, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ভালোভাবে ভিনদেশি ভাষা রপ্ত করতে হয়। তাই বলে কি কুরআনের ভাষাকে কম গুরুত্ব দিতে হবে?

প্রতিষ্ঠানসমূহে ভিনদেশি ভাষাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কারণে অবস্থা এমন হয়ে পড়েছে যে, আপনি যদি আপনার ছেলের আরবি শিক্ষককে আলাদাভাবে বাড়িতেও নিয়ে আসেন, তবুও আপনার ছেলে ওই ভিনদেশি ভাষাকেই বেশি গুরুত্ব দেবে, যেটাকে তার স্কুলে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমি শিশুদের ভিনদেশি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার বিরোধিতা করছি না। তারও প্রয়োজন আছে। তবে সবার আগে নিজের ভাষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। এরপর দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ভিনদেশি ভাষা শিখতে সমস্যা নেই। কোনো অবস্থাতেই আমাদের শিশুদের গণিত, ভূগোল, ইতিহাস

প্রভৃতি বিষয় ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান বা অন্য কোনো ভিনদেশি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত হবে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখা আরবিতেই শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিষয়টি এতটাই সরল যে, তা গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় কেন আমার বুঝে আসে না! পৃথিবীতে এমন কোনো উন্নয়ন-প্রত্যাশী রাষ্ট্র নেই, যে নিজের ভাষাকে অন্য সকল ভাষার ওপর প্রাধান্য দেয় না। আপনি ফ্রান্সে গিয়ে সেখানকার কোনো নাগরিকের সাথে যদি ইংরেজিতে কথা বলেন, সে আপনার কথার উত্তর দিতে না পেরে কোনোরূপ অনুশোচনা করবে না, কারণ সে তার নিজের ভাষা নিয়ে গর্ব অনুভব করে। জার্মানির অবস্থাও একই। সেখানে আপনি থাকতে চাইলে জার্মান ভাষাতেই কথা বলতে হবে।

একটা চমৎকার গল্প শোনাই। আমি স্পেনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে গিয়েছিলাম আন্দালুসিয়ায় মুসলিমদের ইতিহাসের বিশেষ কিছু ছবির খোঁজে। ওয়াল্লাহি, তাদের কাছে আরবি দূরে থাক, ইংরেজি ভাষায় লিখিত একটি বইও পেলাম না! একমাত্র স্প্যানিশ ছাড়া অন্য কোনো ভাষার বই সেখানে নেই! আমি তাদের বললাম, 'স্প্যানিশ ভাষা তো মাত্র কয়েকটি দেশে সীমাবদ্ধ। তাই আপনাদের উচিত, এ বইগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা; যাতে আমরা নন-স্প্যানিশরা বুঝতে পারি।' তারা আমাকে উত্তর দিল, 'আমাদের থেকে যদি কেউ কিছু শিখতে চায়, সে আমাদের

ভাষা শিখে নিলেই তো হলো, আমাদের অনুবাদ করে দেওয়ার কী দরকার!?' নিজেদের ভাষার প্রতি—যা কিনা পৃথিবীর অল্পসংখ্যক মানুষের ভাষা—তাদের মর্যাদাবোধ ও গর্ব দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম।

পাশ্চাত্যকে মহিমান্বিত করে দেখানোর এই অপরাধ যুবকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কমিয়ে দিয়েছে। তাদের মাঝে সৃষ্টি করেছে হীনম্মন্যতা ও সংকল্পের দুর্বলতা। ফলে মুসলিম তরুণরা নিজের দেশ ও পরিবার পেছনে ফেলে পশ্চিমা দেশগুলোতে, আমেরিকা-ইউরোপে পাড়ি জমানোর স্বপ্ন দেখে। যাতে পাশ্চাত্যপ্রেমীদের তথাকথিত পৃথিবীর জান্নাতে বসবাস করতে পারে!

এভাবেই উল্লিখিত অপরাধ ও ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে বিশাল সংখ্যক মুসলিম কঠিন হতাশার কালো সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। কৃত্রিম বাস্তবতার কাছে হার মেনে নিয়ে পশ্চিমা সভ্যতার লেজ ধরে চলতে রাজি হয়ে গেছে! লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!!

দ্বিতীয় অধ্যায়

যে জাতির মৃত্যু নেই

তমসাচ্ছন্ন বাস্তবতা, সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্র ও কুৎসিত চক্রান্ত সত্ত্বেও আমি অবাক হয়ে বলি, যে জাতির হাতে কুরআনের মতো অদ্বিতীয় কিতাব আছে এবং রাসুল ﷺ-এর সুমহান হাদিস ও আদর্শ আছে, সে জাতি কীভাবে হতাশ হতে পারে!?

কারণ মহিমান্বিত কুরআন ও পবিত্র হাদিসে শত শত নয়; বরং হাজার হাজার এমন আশাজাগানিয়া তত্ত্ব আছে, যা এই উম্মাহর বিশ্বনেতৃত্বে ফিরে আসার অনিবার্যতা নিশ্চিত করে। যারা এই ধর্মের স্বরূপ এবং এই জাতির প্রকৃতি সম্পর্কে জানে, তাদের পক্ষে এ সত্য অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

আমরা আশা করি যে, মুসলিমরা তাদের ধর্মে ফিরে আসুক এবং তারা নিজেদের ধর্মকে তার সঠিক উৎস থেকে গ্রহণ করুক, প্রাচ্যবিদ বা পাশ্চাত্যবাদীদের উৎস থেকে নয়। আমরা চাই, মুসলিমরা তাদের প্রতিপালক ও নবির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুক; বিশ্বস্ত, ধার্মিক ও নীতিবান আলিমদের কথা মেনে চলুক এবং ধর্মকে বন্দিদশা মনে করা তথাকথিত সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীদের কথায় কর্ণপাত না করুক।

এই আশাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি আপনাদের সামনে অসংখ্য আশাজাগানিয়া বাস্তবতা থেকে বাছাই করে মাত্র দশটি বাস্তবতা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি।

কারও এর চেয়ে অধিক জানার ইচ্ছা হলে কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়ন করতে পারেন। কুরআন-সুন্নাহর বিস্ময়ের কোনো শেষ নেই এবং এ দুই মহামূল্যবান বস্তুর ধনভান্ডার কখনো নিঃশেষ হওয়ার নয়।

صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

'এটা আল্লাহরই সৃষ্টি-নৈপুণ্য, যিনি সকল কিছুকে করেছেন সুষম।'[৫]

প্রথম বাস্তবতা

সুন্নাতুল মুদাওয়ালাহ (আবর্তন নীতি)

যে লোকগুলো হতাশার জালে বন্দী হয়ে আছে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহর নীতির প্রকৃতি সম্পর্কে জানে না। আল্লাহ তাআলা মানুষের মাঝে পর্যায়ক্রমে সময়ের আবর্তন ঘটান। সময় সবার জন্য সব সময় একরকম থাকে না। আল্লাহ বলেন :

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

৫. সুরা আন-নামল, ২৭ : ৮৮।

'যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত তো তাদেরও লেগেছিল। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই।'[৬]

সুতরাং যেভাবে বর্তমানে মুসলিমরা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হচ্ছে, একটা সময় ছিল যখন অন্যান্য জাতি কষ্ট পেয়েছিল আর মুসলিমরা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে ছিল। প্রত্যেক জাতি একটি সময়কালের জন্য নেতৃত্বের আসনে বসে। কিছুকাল পর তাদের স্থলে অন্য জাতি জায়গা করে নেয়। বরং প্রত্যেক জাতি ও সভ্যতা একবারের জন্যই পৃথিবীতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে, এরপর একেবারে উধাও হয়ে যায়, অদৃশ্য হয়ে যায়। শুধু একটি জাতি ছাড়া, যারা কখনো বিশ্বনেতৃত্বের আসনে বসে, আবার কখনো অন্য জাতির নেতৃত্বাধীন হয়ে বসবাস করে। কিন্তু এ জাতি কখনো চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে না। তা হচ্ছে মুসলিম জাতি। পৃথিবীর এ যাবৎকালের ইতিহাসের ওপর চোখ বুলালে সে সত্য দৃশ্যমান হয়।

রোমান সভ্যতা আজকে কোথায়? কয়েকটি স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই তাদের। গ্রিক সভ্যতা কোথায়? কিছু ফাঁকা দর্শন ও পৌত্তলিকতার মন্দির ছাড়া আর কিছুই বাকি নেই। পারস্য সভ্যতা কোথায়? কোনো উত্তরসূরি না রেখেই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে

---

৬. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪০।

তারা। ফারাও সভ্যতা কোথায়? আদ-সামুদের মতো কিছু নির্জীব নিদর্শন ও বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষই বাকি আছে শুধু। আর বাকি আছে কিছু মমি করা লাশ আর জীর্ণ নথিপত্র। কিন্তু ফিরআওনরা কোথায়? নিশ্চয় তারা কবরে অথবা সমুদ্রের গভীরে সময়ের ফিরআওনদের জন্য অপেক্ষা করছে! একসময় পৃথিবীবাসীকে ভয়ে তটস্থ করে রাখা মঙ্গোল বাহিনী আজ কোথায়? আজ কোনো চিহ্নই তাদের বাকি নেই। পৃথিবীর বিরাট অংশজুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তারকারী বৃটিশ সাম্রাজ্য—যে সাম্রাজ্য থেকে সূর্য অস্ত যেত না—আজ কোথায়? বিভিন্ন অঞ্চলে লাঞ্ছনাকর পরাজয় বরণ করে তারা কি সংকুচিত হয়ে পড়েনি? জারিস্ট রাশিয়ান সাম্রাজ্য এবং তৎপরবর্তী বৃহত্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন আজ কোথায়? ভয়াবহ পতন হয়েছে তাদের।

এভাবে প্রত্যেক সভ্যতা একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিল। এরপর তাদের প্রত্যেকের চিরপতন হয়েছে। কোনোদিন আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। কালের গর্ভে চিরতরে হারিয়ে গেছে।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ

'আকাশ ও পৃথিবী কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদের অবকাশও দেওয়া হয়নি।'[৭]

---

৭. সুরা আদ-দুখান, ৪৪ : ২৯।

সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, বর্তমানে একটি জালিম সভ্যতা পৃথিবীজুড়ে দাপটের সঙ্গে শাসন করে চলেছে এবং জুলুম-নির্যাতনে পৃথিবীবাসীকে দমিয়ে রেখেছে। তবে একদিন অবশ্যই তাদের পতন হবেই হবে। আল্লাহর আবর্তন নীতি থেকে তারা বের হতে পারবে না। কক্ষনো না। আর আল্লাহর নীতির মধ্যে আপনি কোনোরূপ পরিবর্তন ও ব্যতিক্রম দেখতে পাবেন না।

দ্বিতীয় বাস্তবতা

মুসলিম জাতি একটি চিরন্তন জাতি

সকল জাতির জন্য আল্লাহর সুন্নাহ বা বিধি হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় পর সবাই ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তবে মুসলিম জাতির ব্যাপারে আল্লাহর নীতি ভিন্ন। এ জাতি চিরতরে ধ্বংস হবে না। এ জাতির পতন, দুর্বলতা ও লাঞ্ছনা সাময়িক, চিরন্তন নয়। কিছুকাল পতিত থাকার পর আবার ঘুড়ে দাঁড়াবে তারা।

কেন এ ভিন্নতা? কারণ এ উম্মাহকে আল্লাহ তাআলা অন্যান্য সকল জাতির সাক্ষী বানিয়েছেন।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

'এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি; যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হও এবং রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন।'[৮]

এমনকি আমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের ব্যাপারেও আমরা সাক্ষ্য দেবো, কুরআনে বর্ণিত তাদের আলোচনার ভিত্তিতে। আর আমাদের সমসাময়িক যারা আছে, তাদের তো আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। মোটকথা, আমরা মুসলিম উম্মাহ কিয়ামতের দিন অন্যান্য সকল উম্মাহর ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দেবো। এ জন্য পৃথিবীর অস্তিত্ব যতদিন আছে, মুসলিম উম্মাহ ততদিন টিকে থাকবে। এ ছাড়া বাকি সকল জাতি নির্ধারিত সময়ের পর নিশ্চিহ্ন হয়ে কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে।

এ জাতির আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এ জাতির কাঁধে অর্পিত হয়েছে মাখলুকের কাছে আল্লাহর সর্বশেষ বার্তা পৌঁছিয়ে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব। আমাদের রাসুলের পর আর কোনো নবি-রাসুল আসবেন না। ইসলামের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য কোনো বার্তা আসবে না। এ জন্য আল্লাহ তাআলা গোটা বিশ্ববাসীর জন্য মুসলিমদের সুরক্ষিত রাখাকে নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছেন।

এ জাতির আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এরা কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ

---

৮. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৪৩।

করেছে। বরং অনেক মুসলিম শিক্ষক অমুসলিমদের আল্লাহর প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য নিজের ঘাটের পয়সা খরচ করে এবং ঘাম, সময়, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। মুসলিম জাতি ব্যতীত অন্য কোনো জাতি কি আছে, যারা গোটা মানবতার কল্যাণের জন্য এভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছে? বরং যত জাতি আমরা দেখতে পাচ্ছি, যত জাতির ব্যাপারে শুনেছি, সবাই নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্য জাতির ভূমি লুট করেছে এবং লোকদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। একমাত্র মুসলিমরাই জাতি-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানবতাকে কুফর ও গোমরাহির জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে ইমান ও হিদায়াতের জান্নাতে নিয়ে আসার জন্য নিজেদের প্রাণ কুরবান করেছে। রিবয়ি বিন আমির ﵁-এর সেই ঐতিহাসিক উক্তি তার জলন্ত প্রমাণ—যেখানে ইসলামের ধারণাকে সংক্ষেপে স্পষ্ট করে তিনি বলেছিলেন :

'আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর বান্দাদের গোলামের দাসত্ব থেকে প্রভুর দাসত্বে নিয়ে আসি, মানবরচিত ধর্মসমূহের জুলুম থেকে ইসলামের ইনসাফে নিয়ে আসি এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশস্ততায় নিয়ে আসি।'

হ্যাঁ, আমরা মুসলিমরা এভাবেই নিঃস্বার্থভাবে বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য কাজ করি। বিনিময়ে তোমাদের কোনো প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না।

এটাই উম্মাতে ইসলামিয়্যাহর প্রকৃতি। তার অস্তিত্ব পৃথিবীর জন্য কল্যাণ আর তার বিলীন হওয়া মানে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে।'[৯]

এই যখন মুসলিম উম্মাহর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, তখন এ জাতি হতাশাগ্রস্ত হওয়া কি সত্যিই বিস্ময়কর নয়!?

৯. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১১০।

তৃতীয় বাস্তবতা

যুদ্ধের প্রকৃতি

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

'তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন; আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।'[১০]

কী দারুণ বিস্ময়কর আয়াত!!

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ, আমরা ইতিপূর্বে যত অপরাধ, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, জালিয়াতি, বিকৃতি, বিশ্বাসঘাতকতা, ভণ্ডামি ও মিথ্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তার সবই ﴿وَيَمْكُرُونَ﴾ (তারা ষড়যন্ত্র করে)-এর আওতাভুক্ত। কিন্তু এর বিপরীতে আল্লাহ কী বলেছেন, দেখুন : ﴿وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ (এবং আল্লাহও কৌশল করেন; আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী)।

যেখানে খোদ আল্লাহ তাআলা আমাদের চক্রান্তকারীদের মোকাবিলা নিজের কৌশল দ্বারা করবেন, সেখানে আমাদের আশ্বস্ত না হওয়ার কোনো কারণ নেই।

---

১০. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৩০।

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

'তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।'[১১]

হে মুসলিম সম্প্রদায়,

তোমরা যে আজ হতাশার অমানিশায় ঘুরপাক খাচ্ছ, তার কারণ একটাই—তোমরা যুদ্ধের প্রকৃতি ও বাস্তবতা বুঝতে পারনি, সকল দিক দিয়ে তাকে চিনতে পারনি। যুদ্ধ মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে সংঘটিত কোনো সংঘাত নয়; যদিও বাহ্যিকভাবে তা-ই মনে হয়। বরং প্রকৃত অর্থে যুদ্ধ হলো, আল্লাহ ও ওইসব লোকদের মাঝে সংঘাত—যারা তাঁর দেখানো পথ থেকে সরে গেছে, তাঁর ইবাদত করতে অস্বীকার করেছে, তাঁর আইন বাদ দিয়ে অন্য আইন গ্রহণ করেছে এবং তাঁর কিতাব বাদ দিয়ে মানবরচিত সংবিধান মেনে নিয়েছে। এটা আল্লাহ বনাম তাঁর তুচ্ছ মাখলুকের এক অসম লড়াই। তবে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রতি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে নিজের বাহিনী, দল ও বন্ধু হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।

---

১১. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৬৭।

ফলে মুমিনরা আল্লাহর বিধান ও মানহাজ অনুযায়ী কাফিরদের সম্মুখে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তিনি যেভাবে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবে যুদ্ধ করে। মৃত্যুর পরোয়া করে না। ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় না। তাঁর প্রতিশ্রুতির ওপর শতভাগ আস্থা নিয়ে, জান্নাত লাভের আশায়, জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশায় প্রাণপণে লড়াই করে যায়। কঠিন সময়ে তাঁর ওপরেই ভরসা রাখে এবং তাঁর কাছেই আশ্রয় কামনা করে।

যদি মুমিনরা এভাবে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তবেই আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর থেকে কাফিরদের নির্যাতন অপসারণ করে দেন, সব দিক দিয়ে তাদের সহযোগিতা করেন, তাদের শক্তি বাড়িয়ে দেন, বিজয় দান করেন, তাদের চিন্তাধারা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন এবং তাদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ নেন।

হে মুসলিম ভাইয়েরা, আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ মনোযোগ দিয়ে পড়ুন; যাতে যুদ্ধের বাস্তব রূপ অনুধাবন করতে পারেন :

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـٰكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ اللهَ رَمَىٰ

'তোমরা তাদের হত্যা করনি, আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। আর যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি

নিক্ষেপ করনি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।'[১২]

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا - وَأَكِيدُ كَيْدًا

'ওরা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে, এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।'[১৩]

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ - فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ

'ওরা চক্রান্ত করেছিল, আমিও কৌশল অবলম্বন করেছিলাম; কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখো, ওদের চক্রান্তের পরিণাম কী হয়েছে—আমি অবশ্যই ওদের ও ওদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি।'[১৪]

হে মুসলিমগণ, যারা নিজেদের ইসলাম নিয়ে গর্বিত, তোমরা কি জানো, তোমরা কার জন্য কাজ করো? কোন শক্তির কাছে তোমরা আশ্রয় কামনা করো?

নিঃসন্দেহে তোমরা কাজ করো আল্লাহর জন্য এবং তোমরা আশ্রয় কামনা করো মহা শক্তিধর এক সত্তার নিকট—যিনি তাঁর নিজস্ব গুণাবলিতে অনন্য, সকল দোষত্রুটি ও দুর্বলতার ঊর্ধ্বে।

---

১২. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ১৭।
১৩. সুরা আত-তারিক, ৮৬ : ১৫-১৬।
১৪. সুরা আন-নামল, ২৭ : ৫০-৫১।

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা যখন গোপন কক্ষে বসে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বোনে, তখন কি তারা আল্লাহর চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারে?

يَابُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

'হে বৎস, ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে, আল্লাহ তাআলা তাও উপস্থিত করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।'[১৫]

ষড়যন্ত্রকারী যখন কোনো ক্ষেপণাস্ত্র বা গুলি ছোড়ে, তা কি তাঁর অজান্তেই হয় বলে মনে করো? যেখানে তিনি যুগ-যুগান্তর থেকে মহাবিশ্বের প্রতিটি কোনায় কোনায় গাছ থেকে যত পাতা পতিত হচ্ছে সবকটির খবর রাখেন, সেখানে তিনি ক্ষেপণাস্ত্র পতন সম্পর্কে জানবেন না, তা কী করে সম্ভব!? তিনি সব দেখছেন, জানছেন, শুনছেন। সময় হলে সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় তাঁর কৌশল অবলম্বন করবেন। সুতরাং হতাশ হওয়ার কিছু নেই। নিচের আয়াতসমূহ গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়ো আর ভাবো :

১৫. সুরা লুকমান, ৩১ : ১৬।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا
رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ - وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى
ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - وَهُوَ الْقَاهِرُ
فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ - ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ
الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ - قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ
مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ
هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ - قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ
كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ - قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا
وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَفْقَهُونَ - وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ
- لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

‘অদৃশ্যের চাবি তাঁরই নিকট আছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা কিছু আছে, সে ব্যাপারে তিনিই অবগত, তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও

অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। তিনিই রাত্রিকালে মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যা করো, তা তিনি জানেন। অতঃপর দিনে তোমাদের তিনি পুনর্জাগরিত করেন; যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অনন্তর তোমরা যা করো, সে সম্বন্ধে তোমাদের তিনি অবহিত করবেন। তিনিই স্বীয় বান্দাদের ওপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোনো ক্রটি করে না। অতঃপর তাদের প্রকৃত প্রতিপালক আল্লাহর দিকে তারা প্রত্যানীত হয়। দেখো, কর্তৃত্ব তো তাঁরই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর। বলো, "কে তোমাদের পরিত্রাণ দেয় স্থলভাগের ও সমুদ্রের অন্ধকার থেকে, যখন তোমরা কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁর নিকট অনুনয় করো—(আর বলো,) "আমাদের এ থেকে মুক্ত করলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব?" বলো, "আল্লাহই তোমাদের তা থেকে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ দেন। এতদসত্ত্বেও তোমরা তাঁর সাথে শিরক করো।" বলো, "তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করতে, অথবা তোমাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে অথবা এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের স্বাদ আস্বাদন করাতে তিনিই সক্ষম।" দেখো, আমি কীরূপে বিভিন্ন প্রকার আয়াতসমূহ বিবৃত করি; যাতে

তারা অনুধাবন করে। তোমাদের সম্প্রদায় তো তাকে মিথ্যা বলেছে; অথচ তা সত্য। বলো, "আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নই!?" প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রয়েছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হবে।'[১৬]

চতুর্থ বাস্তবতা

কুরআন-হাদিসের সুসংবাদ

হে মুসলিম সম্প্রদায়, যারা নিজেদের প্রতিপালক নিয়ে গৌরবান্বিত...

যাকে তোমরা প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করো, তিনি মহান, মহীয়ান ও মহিমান্বিত প্রভু। তিনি পরম করুণাময়, মহানুভব, পরম স্নেহপরায়ণ মাবুদ। তিনি তাঁর মহিমান্বিত কিতাবে তোমাদের সুসংবাদ জানিয়ে বলেন :

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

'মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।'[১৭]

কী দারুণ সুসংবাদ! ওয়াল্লাহি, পবিত্র কুরআনে এটি ছাড়া যদি অন্য কোনো সুসংবাদসুলভ আয়াত নাও থাকত, এই একটি আয়াতই যথেষ্ট হতো! স্বয়ং সর্বশক্তিমান প্রভু

---

১৬. সুরা আল-আনআম, ৬ : ৫৯-৬৭।
১৭. সুরা আর-রুম, ৩০ : ৪৭।

মুসলিমদের সাহায্য করার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে তা নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছেন! এর চেয়ে বড় সুসংবাদ আর কী হতে পারে!?

তদুপরি, এ সাহায্য কেবল আখিরাতে মুসলিমদের জান্নাতদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আখিরাতের মতো দুনিয়াতেও তিনি মুসলিমদের সাহায্য করবেন। তিনি বলেন :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

'নিশ্চয় আমি আমার রাসুলদের ও মুমিনদের সাহায্য করব দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে।'[১৮]

আল্লাহর সাফ ওয়াদা, তিনি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে মুমিনদের সাহায্য করবেন। যদি মুমিনরা সত্যিকার অর্থে মুমিন হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদের সহযোগিতা করবেন। তিনি যা ওয়াদা দিয়েছেন, তা অবশ্যই পালন করবেন। কারণ তিনি কক্ষনো ওয়াদার বরখেলাফ করেন না। আরেক আয়াতে তিনি বলেন :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ

১৮. সুরা গাফির, ৪০ : ৫১।

الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'তোমাদের মধ্যে যারা ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদের অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে সাথে কোনোকিছু শরিক করবে না। অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারা তো সত্যত্যাগী।'[১৯]

আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, যদি মুমিনরা ইমান, সৎকর্ম ও ইখলাসপূর্ণ ইবাদত আঁকড়ে ধরে এবং শিরক থেকে মুক্ত থাকে, তাহলে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব লাভ করবে তারা। দ্বীনের বিজয় হবে। ভয়ভীতি বিতাড়িত হয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার আগমন ঘটবে। এ কিন্তু সাধারণ কোনো মানুষের ওয়াদা নয়; বরং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের একচ্ছত্র অধিপতি, রাজাধিরাজ, মহা শক্তিধর, প্রতাপশালী সত্তার দেওয়া অঙ্গীকার।

---

১৯. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৫৫।

হে মুসলিমগণ,

বনু নাজির যুদ্ধের এই বিস্ময়কর ও গৌরবময় চিত্রের প্রতি নজর বুলাও, যেখানে আল্লাহ বলছেন :

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا﴾

'তিনিই কিতাবিদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে প্রথমবার সমবেতভাবে তাদের আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নাই যে, তারা নির্বাসিত হবে।'

অর্থাৎ তোমরা যুদ্ধরত মুমিনরা যখন দেখতে পেয়েছিলে তাদের দুর্গসমূহের প্রতিরোধ ক্ষমতা ও সুদৃঢ়তা, তখন মনে করেছিলে যে, ইহুদিদের পরাজিত করা অসম্ভব। ﴿وَظَنُّوا﴾ 'এবং তারা মনে করেছিল', অর্থাৎ ইহুদিরা মনে করেছিল যে, ﴿أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ 'তাদের দুর্গগুলো তাদের রক্ষা করবে আল্লাহ থেকে।'

কিন্তু ফলাফল কী হয়েছিল?

﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾

'আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক থেকে আসলো, যা ছিল ওদের ধারণাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার

করল। ওরা ধ্বংস করে ফেলল নিজেদের বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও।'

অতঃপর পুরো ঘটনার ওপর মনোযোগ আকর্ষণ করে আল্লাহ বলেন :

﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾

'অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'[২০]

এই পুরো ঘটনা তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো, যাতে আমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। কারণ কুরআন ইতিহাসগ্রন্থ নয়। এটি একটি মহান কিতাব, যা আমাদের সামনে জীবনচলার পথ স্পষ্ট করে এবং সিরাতে মুসতাকিম (সরল পথ) দেখিয়ে দেয়।

হে মুসলিমগণ, যারা নিজেদের রাসুলকে নিয়ে গর্বিত...

তোমরা কি শোননি, সহিহ মুসলিমে সাওবান ﷺ বর্ণিত একটি হাদিসে তোমাদের প্রিয় রাসুল ﷺ কী বলেছেন? তিনি বলেছেন :

إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا

---

২০. সুরা আল-হাশর, ৫৯ : ২।

'আল্লাহ তাআলা গোটা পৃথিবীকে আমার সামনে সংকুচিত করে দিলেন। ফলে আমি তার পূর্ব-পশ্চিম গোটা অঞ্চল দেখতে পেলাম। আর আমার উম্মতের রাজত্ব পৃথিবীর ওই পর্যন্ত পৌঁছবে, যে পর্যন্ত সংকুচিত করে আমাকে দেখানো হয়েছে।'[২১]

হ্যাঁ, আমার প্রিয় ভাইয়েরা, অচিরেই মুসলিমদের রাজত্ব পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে, পূর্ব-পশ্চিমের যত অর্থ হতে পারে সকল অর্থে।

অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ, তাবারানি ও ইবনে হিব্বান ﷺ তামিম দারি ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ

'অবশ্যই এই বিষয় (ইসলাম) পৌঁছে যাবে যতটুকু দিন ও রাত পৌঁছায় (অর্থাৎ পুরো পৃথিবীতে)। প্রতিটি পাথরের (শহরের) বাড়ি ও পশমের (গ্রামের) বাড়িতে আল্লাহ তাআলা এ ধর্মকে প্রবেশ করাবেন। (অর্থাৎ শহর ও গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে ইসলাম প্রবেশ করবে।) হয়তো সম্মানিতের

২১. সহিহু মুসলিম : ২৮৮৯।

সম্মানের মাধ্যমে অথবা লাঞ্ছিতের লাঞ্ছনার মাধ্যমে। এমন সম্মান, যার দ্বারা আল্লাহ ইসলামকে সম্মানিত করবেন এবং এমন অসম্মান, যার দ্বারা আল্লাহ কুফরিকে লাঞ্ছিত করবেন।' (অর্থাৎ সব বাড়িতে ইসলাম ঢুকে পড়বে। কিছু বাড়ির লোকজন ইসলাম কবুল করার মাধ্যমে ইসলামকে নিজেদের বাড়িতে প্রবেশ করাবে আর সম্মানিত হবে। আর কিছু বাড়ির লোকেরা কুফরের ওপর অটল থাকবে; কিন্তু ইসলামের কর্তৃত্ব তাদের বাড়িতে অবশ্যই ঢুকবে; ফলে তাদেরকে লাঞ্ছিত হয়ে জিজিয়া দিতে হবে।)[২২]

এ হচ্ছে সত্যবাদী ও সত্যায়িত মহামানব মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওয়াদা, যাঁর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

'এবং সে মনগড়া কথা বলে না। তা (তার কথা) তো ওহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।'[২৩]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিসটি[২৪] গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ুন আর বিশ্বের ঘটনাপ্রকৃতির সাথে মিলিয়ে দেখুন :

২২. মুসনাদু আহমাদ : ১৬৯৫৭, সহিহু ইবনি হিব্বান : ৬৬৯৯।
২৩. সুরা আন-নাজম, ৫৩ : ৩-৪।
২৪. আলবানি ﷺ এটিকে 'সহিহ' বলেছেন।

আবু কুবাইল ﷺ বলেন, 'আমরা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ﷺ-এর পাশে ছিলাম। তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, "কনস্টান্টিনোপল ও রোম—এ দুই শহরের মধ্যে কোনটি সর্বপ্রথম মুসলিমদের হস্তগত হবে?" তিনি আংটাবিশিষ্ট একটি সিন্দুক আনালেন। সেখান থেকে একটি কিতাব বের করে বললেন, "একদা আমরা রাসুল ﷺ-এর পাশে বসে লিখছিলাম, এমন সময় তাঁকে কেউ প্রশ্ন করল, "কনস্টান্টিনোপল ও রোম—এ দুই শহরের মধ্যে কোনটি সর্বপ্রথম মুসলিমরা বিজয় করবে?" তিনি উত্তর দিলেন, হিরাক্লিয়াসের শহর (কনস্টান্টিনোপল) প্রথমে বিজিত হবে।"''[২৫]

কনস্টান্টিনোপল ছিল তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর প্রান্তের রাজধানী। বর্তমানে তার নাম ইস্তাম্বুল। রোমের নাম এখনো রোমই আছে। যা ইতালির রাজধানী। রাসুল ﷺ-এর যুগে তা রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তের রাজধানী ছিল। এ দুই শহর ছিল খ্রিষ্টানদের শক্ত ঘাঁটি। হাদিসে প্রশ্নের ধরন থেকে বোঝা যায়, সাহাবিগণ আগে থেকেই জানতেন, এ দুই নগরী মুসলিমরা বিজয় করবে। তবে প্রথমে কোনটি হস্তগত হবে, সে ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। উত্তরে রাসুল ﷺ জানালেন, প্রথমে কনস্টান্টিনোপল বিজয় হবে। হয়েছেও তা-ই।

---

২৫. মুসনাদু আহমাদ : ৬৬৪৫।

আটশ বছরেরও অধিক সময় পর রাসুল ﷺ-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ২০ জুমাদাল উলা ৮৫৭ হিজরিতে উসমানি তরুণ মুজাহিদ মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ ﷺ-এর হাত ধরে কনস্টান্টিনোপল মুসলিমদের অধিকারভুক্ত হয়। অচিরেই দ্বিতীয় সুসংবাদও সত্য প্রমাণিত হবে অবশ্যই। ইনশাআল্লাহ সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন মুসলিমরা বিজয়ী বেশে ইতালির রাজধানী রোমে প্রবেশ করবে। এই হাদিস সম্পর্কে আমার দুটি মন্তব্য আছে :

প্রথম মন্তব্য : কিছু আলিম মনে করেন যে, মুসলিমরা রোম বিজয় করবে মানে সেখানে ইসলামের প্রতি দাওয়াহর পথ সুগম হবে এবং সেখানে ইসলামি প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা হবে। তারা জিহাদের মাধ্যমে রোম বিজয়কে অসম্ভব মনে করেন। কিন্তু হাদিস কোনোভাবেই তাদের দাবিকে সমর্থন করে না। বরং আমি জিহাদবিহীন দাওয়াহর মাধ্যমে রোম বিজয় করার ধারণাকে মনস্তাত্ত্বিক পরাজয় মনে করি। যারা এমনটা মনে করেন তাদের ধারণা হলো, মুসলিম বাহিনী কখনো ইতালির মতো শক্তিধর রাষ্ট্রের সাথে পেরে উঠবে না। তাই রাসুল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে দাওয়াহ বলে ব্যাখ্যা করেন তারা!

কিন্তু হাদিসের ভাষ্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, এ বিজয় হবে জিহাদের মাধ্যমে। কারণ একই হাদিসে কনস্টান্টিনোপলের কথা বলা হয়েছে, যা একের পর এক রক্তক্ষয়ী জিহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে। রোমও একই

পদ্ধতিতে বিজয় হবে। এ জন্যই রাসুল ﷺ দুটির কথা একই হাদিসে বলেছেন। কিছু দিন পর সময়ই তা প্রমাণ করবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় মন্তব্য : মুহাম্মাদ ফাতিহ রহ. কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর রোম বিজয়ের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করেছিলেন রাসুল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ করার জন্য। কিন্তু তিনি এ যাত্রায় সফল হননি। এ জন্য যদি আমি আনন্দ প্রকাশ করি, আপনারা কি খুব বেশি বিস্মিত হবেন? হলে হতে পারেন, আমি কিন্তু সত্যিই আনন্দিত! বরং রোম বিজয়ে মুহাম্মাদ আল-ফাতিহকে সফল না করার জন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি! কেন আমার এই বিস্ময়কর অবস্থান? কারণ রোম অবিজিত থাকার কল্যাণে রাসুল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের হৃদয়ে আশা ধরে রেখেছে। আমাদের মনে এখনো জাগরূক রেখেছে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। আমাদের গর্ব করার মতো, স্বপ্ন দেখার মতো যে আর কিছুই নেই! আমরা তো কেবল আমাদের পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব নিয়েই গর্ব করি! কিন্তু রোম এখনো অবিজিত থাকার কারণে আমরা বলতে পারি, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার দেখানো পথে চলে আমরাও অবতীর্ণ হব জিহাদের ময়দানে। হে মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ, আপনি যা অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছেন, আমরা তা পূর্ণতা-দানে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ব ইনশাআল্লাহ!'

পঞ্চম বাস্তবতা

ইতিহাসের বাস্তবতা

রাসুল ﷺ শুধু কনস্টান্টিনোপল ও রোম—এ দুই শহর বিজয়ের সুসংবাদ দেননি; বরং গোটা বিশ্ব বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন, যা আমরা পূর্বে আলোচনা করে এসেছি। এদিকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামিনও মুমিনদের সাহায্য করার ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর এই ওয়াদা যে সত্য, তার প্রমাণ আমরা ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেখতে পাই। কয়েক দিন, কয়েক মাস কিংবা কয়েক বছর নয়; বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আল্লাহ তাআলা প্রকৃত মুমিনদের সাহায্য করেছেন, করে যাচ্ছেন।

এ জন্যই প্রকৃত ইসলামের অনুসারী মুসলিমরা সব সময় বিজয়ী হয়েছেন। কেউ চূড়ান্তভাবে তাদের পরাজয় করতে পারেনি; অথচ সংখ্যায় তারা প্রতিপক্ষের চেয়ে অনেক কম ছিলেন :

- বদর যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র, রসদপাতি ও সৈন্যসংখ্যায় শত্রুবাহিনীর চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরা বিজয় লাভ করেছেন। আল্লাহ তাআলা এ বিজয়ের বিবরণ কীভাবে দিয়েছেন দেখুন :

  وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'আর বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে, আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।'[২৬]

- ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলিমরা মাত্র বারো হাজার সৈন্য দিয়ে কমপক্ষে চল্লিশ হাজার মুরতাদ বাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন।

- খালিদ বিন ওয়ালিদ ﷺ মাত্র আঠারো হাজার জানবাজ মুজাহিদ নিয়ে ইরাক বিজয় করেছিলেন। এই স্বল্পসংখ্যক বাহিনী নিয়েই তিনি গুড়িয়ে দিয়েছিলেন একের পর এক পারস্য দুর্গ। পরিচালিত করেছিলেন একনাগাড়ে পনেরোটি হার না মানা যুদ্ধ! অথচ প্রত্যেক যুদ্ধে বিরোধী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ষাট হাজারের ওপরে। ফিরাজ যুদ্ধে তাদের সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল!

- কাদিসিয়ার যুদ্ধে মাত্র বত্রিশ হাজার জানবাজ মুজাহিদ হারিয়ে দিয়েছিলেন দুই লক্ষ চল্লিশ হাজারের পারস্য বাহিনীকে! এ যুদ্ধের মাধ্যমে পারস্যের প্রতিপত্তি ও দাপট ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন মুসলিমরা। অসংখ্য পারসিয়ান সেনা কমান্ডার এ যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

---

২৬. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১২৩।

- নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে মুসলিমরা তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে দেড় লক্ষ সসনীয় সেনাকে পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করিয়েছিলেন।

- শোস্টার ঘেরাওয়ে মুসলিমরা তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে দেড় লক্ষ পারস্য সেনার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। ঘেরাওকালে দুপক্ষের মাঝে অন্তত আশিটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রতিবারেই মুসলিমরা বিজয়ী হয়েছিল!

- ইয়ারমুকে উনচল্লিশ হাজার মুসলিম মুজাহিদ হারিয়ে দিয়েছিলেন দুই লক্ষ রোমান সেনাকে।

- মুসলিমদের স্পেন বিজয়ের সময় গোয়াডেলেটের যুদ্ধে মাত্র বারো হাজার মুসলিম মুজাহিদ হারিয়ে দিয়েছিলেন এক লক্ষ স্প্যানিশ গথ সেনাকে।

এমন উদাহরণ হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ আছে। আমি এখানে যা উল্লেখ করেছি, তা ইসলামের সুবিশাল ইতিহাস-ভান্ডারের ছোট ছোট কয়েকটি অংশ মাত্র। বাকিটা ইতিহাসের বইসমূহে রয়ে গেছে। তাই প্রিয় ভাইয়েরা, ইতিহাস পড়ুন। আল্লাহর কসম—যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, পৃথিবীর বুকে মুসলিমদের ইতিহাসের মতো সমৃদ্ধ অন্য কোনো ইতিহাস নেই। মুসলিমদের ধর্মের মতো কোনো ধর্ম নেই। মুসলিম বীরদের মতো বীরপুরুষ অন্য কোনো জাতির ছিল না, নেই।

এমনকি মুসলিমদের ইতিহাসে যে পরাজয়গুলো ঘটেছে, তা ছিল সাময়িক। পরাজয়ের পরপরই তারা আরও শক্তিশালী হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। চলুন, এ ধরনের কয়েকটি ঘটনা দেখে আসি :

- রাসুল ﷺ-এর মৃত্যুর পর মদিনা, মক্কা, তায়িফ ও বাহরাইনের হাজার গ্রাম ছাড়া পুরো আরব উপদ্বীপের লোক মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে পড়ে। এ রিদ্দাহ (ধর্মত্যাগ)—যেমনটা কেউ কেউ মনে করেন—কেবল জাকাত অস্বীকার করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং অসংখ্য মানুষ সম্পূর্ণরূপে ইসলাম ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে মুসলিমদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করে। অনেকে মুসলিমদের হত্যা করে। এমনকি কেউ কেউ নবুওয়তের দাবিও করে বসে। এদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়! পুরো আরব উপদ্বীপে ছেয়ে গেল কুফরের ঘোর অমানিশা। এ দেখে অনেক সাহাবি হতাশ হয়ে পড়লেন।

বর্তমানে আমাদের যে পরিস্থিতি, তখনকার পরিস্থিতি তার চেয়ে কয়েক হাজার গুণ বেশি কঠিন ছিল। এ জন্যই তো অনেকে আবু বকর ﵁-কে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসুলের প্রতিনিধি, গোটা আরবের সাথে যুদ্ধ করে আমরা পেরে উঠব না। তার চেয়ে বরং আপনি ঘরের ভেতর আবদ্ধ হয়ে থাকুন এবং বদ্ধ ঘরে মৃত্যু অবধি আপনার রবের ইবাদতে মশগুল থাকুন!'

এই যেমন আমরা পুনর্জাগরণকে অসম্ভব মনে করছি, তেমনই তারাও মনে করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আবু বকর ﵁-এর মাধ্যমে পুরো মুসলিম উম্মাহর প্রতি চোখ তুলে তাকিয়েছেন। তিনি পশুরাজ সিংহের মতো গর্জে উঠে এমন একটা বাক্য বললেন, যা এখনো যদি মুসলিমরা হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চারণ করতে পারে, পুরো পৃথিবীর নেতৃত্ব আবার তাদের হাতে চলে আসবে। তিনি বললেন, 'দ্বীনের ক্ষতি হবে; অথচ আমি বেঁচে থাকব (কক্ষনো তা হতে পারে না)!?'

আবু বকর ﵁-এর উচ্চারিত এ বাক্যের মাহাত্ম্য ও প্রভাব কেমন ছিল, তা পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে। তিনি কারও সাহায্যের পরোয়া না করে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করেই জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মুসলিমরাও তাঁকে একা ছেড়ে দেননি। সবাই প্রিয় নেতার পতাকাতলে একত্রিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জিহাদে। ফলে পৃথিবী পুনরায় তার রবের আলোয় আলোকিত হলো। পুরো আরব উপদ্বীপ আবার আশ্রয় নিল ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। তবে আবু বকর ﵁ এতটুকুতেই ক্ষান্ত হননি, নিলেন ইতিহাসের গতিপথ বদলে দেওয়া এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। আমার ধারণামতে, ইতিহাসে এর চেয়ে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কোনো সিদ্ধান্ত নেই। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, আরব উপদ্বীপ থেকে দুটি বাহিনী প্রেরণ করবেন। একটি পারস্য সাম্রাজ্য বিজয় করার জন্য, অপরটি রোমান সাম্রাজ্য বিজয় করার জন্য!!

হে পর্বতসম সাহসিকতার আধার, আমরা আপনার এমন সাহসী পদক্ষেপে বিস্ময়ে হতবাক! একটি ছোট রাষ্ট্র, যা সম্প্রতি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ করে ক্লান্ত-শ্রান্ত। সেই 'ভুঁইফোঁড়' দেশটি বাহিনী পাঠাল তৎকালীন বিশ্বকে দুই ভাগে ভাগ করে নেওয়া প্রবল শক্তিশালী দুই সাম্রাজ্য পারস্য ও রোম বিজয় করার লক্ষ্যে!! আপাতদৃষ্টিতে দেখলে ব্যাপারটি চোখ উল্টিয়ে দেওয়ার মতো আশ্চর্যজনক। কিন্তু যে জাতিকে সহযোগিতা করার দায়িত্ব খোদ মহাবিশ্বের প্রতিপালক নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন, সে জাতির এমন সাহসী পদক্ষেপে আসলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

'মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।'[২৭]

আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের হাতে দুই সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছেন। মুসলিমরা রচনা করল একের পর এক হার না মানা বিজয়গাথা। পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা হলো ইনসাফ ও সুশাসন। ভয়, শঙ্কার মেঘ কেটে গিয়ে দৃশ্যমান হলো শান্তি ও নিরাপত্তার নির্মল আকাশ।

- প্রিয় ভাইয়েরা, আপনারা কি স্পেনের তাইফা রাজ্যসমূহের ব্যাপারে শুনেছেন? উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর মুসলিম শাসিত স্পেন ছোট ছোট খণ্ডরাজ্যে পরিণত

---

২৭. সুরা আর-রুম, ৩০ : ৪৭।

হয়। জনগণের ওপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয় পারিশ্রমিকবিহীন শ্রম। সবখানে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বাসঘাতকতা ও নির্লজ্জতা। অনুরূপভাবে মরক্কো, আলজেরিয়া, সেনেগাল ও মৌরিতানিয়ায় তৎকালীন বারবারি গোত্রসমূহের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ নৈরাজ্য। চারিদিকে বিস্তৃতি লাভ করে জিনা-ব্যভিচারের স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ! মদে বুঁদ হয়ে পড়ে অধিকাংশ মানুষ! চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই ও অপহরণে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে সাধারণ লোকেরা। কিন্তু এই অধঃপতন কি স্থায়ী হয়েছিল? না। বরং কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় অলৌকিকভাবেই বদলে যায় সমাজের চিত্র! কীভাবে? এক ব্যক্তির জাদুর ছোঁয়ায়! হ্যাঁ, মাত্র একজন ব্যক্তিই বদলে দিলেন দৃশ্যপট! শাইখ আব্দুল্লাহ বিন ইয়াসিন ﷺ।

তিনি একবুক সাহস ও পূর্ণ ইখলাস নিয়ে নেমে পড়েন দাওয়াহ ইলাল্লাহর ময়দানে। অবিশ্বাস্য ধৈর্য ও পর্বতসম দৃঢ়তা নিয়ে পরিচালিত করেন অসম এক যুদ্ধ। তাঁর ইখলাস চুম্বকের মতো আকর্ষণ করল চারিদিকের সত্যান্বেষী লোকদের। দেখতে ভারী হয়ে উঠল তাঁর দল। এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, চার থেকে হাজার, দুই হাজার, দশ হাজারে পৌঁছে গেল তাঁর অনুসারী বাহিনী। তাদের হাত ধরেই বিজিত হতে থাকে একের পর এক শহর। প্রসারিত হয় ইসলামের সুমহান আদর্শ। এভাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে ইসলামি মুরাবিতিন সাম্রাজ্য। যে

লোকগুলো এত দিন ছিল শয়তানের চেয়েও অধম, তারা পরিণত হলো ফেরেশতাতুল্য সোনার মানুষে!

এরপর ইউসুফ বিন তাশফিন ও আবু বকর বিন উমর ﷺ ইসলাম প্রচারের ধারা অব্যাহত রাখেন। কঠিন ধৈর্যশক্তি ও চেষ্টা-মুজাহাদার মাধ্যমে তারা নিরন্তর দাওয়াহর কাজ চালিয়ে যান। তাদের সে প্রচেষ্টায় বিস্তৃতি লাভ করে ইসলামি সাম্রাজ্য। আফ্রিকার এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে!! অবশেষে তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুসলিম সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে উত্তরে এক লাখ এবং দক্ষিণে পাঁচ লাখে পৌঁছে যায়!!

ফলে মুসলিমদের মুখে আবার ফুটে উঠল স্বস্তির হাসি। তাদের চিত্ত প্রশান্ত হলো এবং অন্তরের ক্ষোভ দূর হয়ে গেল। শিরক ও মুশরিকরা লাঞ্ছিত হলো। ইসলাম ও তার অনুসারীরা সম্মানিত হলো। সাগরাজাসের যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করলেন। তিরিশ হাজার সৈন্যের ইসলামি বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে প্রাণ হারাল ষাট হাজার স্প্যানিশ গথ!

এমনই ছিল ইসলামের শক্তি। এমনই ছিলেন ইসলামের বীরপুরুষগণ। এমনই ছিল ইসলামি শরিয়াহ। কিন্তু আফসোস, আমরা নিজেদের পরিচয় ভুলে গেছি!

বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের কাছের ফিলিস্তিনের খবর নিশ্চয় শুনেছেন। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে তা মুসলিমদের হাতছাড়া বলে অস্থির হবেন না। আপনারা কি নয়টি ক্রুসেডের কথা শোনেননি? কাফিররা দুইশ বছর ধরে ফিলিস্তিনকে নিজেদের দখলে রেখেছিল। বাইতুল মাকদিস তাদের হাতে ছিল বিরানব্বই বছর। বাইতুল মাকদিসে একদিনেই তারা হত্যা করেছিল সত্তর হাজার মুসলিম! মুসলিমদের রক্তে প্লাবিত হয়েছিল বাইতুল মাকদিসের মাটি!

কিন্তু জানেন কি, তারপর আল্লাহ তাআলা ক্রুসেডারদের সাথে কী আচরণ করেছেন? ইতিহাসের চাকা উল্টে গিয়ে পতন হলো তাদের জালিম দখলদারিত্বের। তরবারি কাঁধে নিয়ে জেগে উঠলেন পবিত্রদেহী, কুরআনপড়ুয়া, একাগ্রে সালাত আদায়কারী একদল জানবাজ মুজাহিদ। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লেন জিহাদের ময়দানে। নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করে জীবন বাজি রাখলেন নুরুদ্দিন জিনকি, শহিদ নুরুদ্দিন মাহমুদ, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ﵏-এর মতো উম্মাহর সিংহপুরুষগণ। ছুটে আসলেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে; কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছেন সুন্দর ও সম্মানজনক জীবন। তারা ছুটে এসেছিলেন জান্নাতের জন্য নিজেদের সাজাতে, বিনিময়ে জান্নাত তাদের জন্য সজ্জিত হলো! আল্লাহর জন্য তারা সংগ্রামে নেমেছেন, তাই আল্লাহ

তাআলা তাদের সাথে থেকেছেন, তাদেরকে দেওয়া ওয়াদা পালন করেছেন এবং তাদের সহযোগিতা করেছেন। কুফফার শক্তিকে একাই ধূলিসাৎ করে দিয়ে বিজয় দান করলেন তাঁর প্রিয় মুসলিম বাহিনীকে। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি সকল দোষত্রুটি ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। রচিত হলো হিত্তিনের ইতিহাস এবং হিত্তিন পরবর্তী আরও একাধিক বিজয়ের ইতিহাস—যার অংশ হতে পেরে খোদ ইতিহাস শাস্ত্রও গর্ব করে!

আজ হয়তো বাইতুল মাকদিসে আমাদের কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু তা নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। অচিরেই জেগে উঠবে উম্মাহর ঘুমন্ত সালাহুদ্দিন আইয়ুবিরা। ইনশাআল্লাহ।

ষষ্ঠ বাস্তবতা

বিরাজমান বাস্তবতা

আমার কেবল ইতিহাসেরই ওপর চোখ বুলাচ্ছি কেন? বর্তমান বিরাজমান বাস্তবতায় কি এমন কিছু নেই, যা আমাদের সামনে আল্লাহর ওয়াদাকে সত্যায়ন করে?

আছে, অবশ্যই আছে, আল্লাহর কসম! বিগত চল্লিশ বছর থেকে বর্তমান পর্যন্ত পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে দেখুন, আশার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে আপনার মন!

- মসজিদে মসজিদে নামাজরত লোকদের ওপর দৃষ্টিপাত করুন। কারা ওরা? সংখ্যায় তারা কতজন? একটা সময় ছিল, যখন আমরা শুধু জীবিকার পেছনে ছুটে চলা লোকদের দেখতাম। কিন্তু মসজিদের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, বেড়েছে মুসল্লিদের সংখ্যাও—যাদের অধিকাংশই তরুণ, যুবক! এ দৃশ্য কি ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বার্তা বহন করে না?

- হজ ও উমরার দিকে চোখ ফেরান। প্রতিবছর পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে কোটি কোটি মুসলিম হজ-উমরা করতে মক্কায় আসছেন! জানেন কি, দর্শনার্থী ও তাওয়াফকারী ছাড়া কাবাকে দেখা যাওয়া এখন অসম্ভব হয়ে পড়েছে? বর্তমানে মুসলিম নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ হজ-উমরার জন্য কতটা পাগলপারা তা নিশ্চয় না জানার কথা নয়!

- মুসলিম মহিলাদের অবস্থার ওপর নজর দিন। বিগত ষাট বছর থেকে তাদের মাঝে পর্দাপ্রিয়তা ও পর্দাপ্রবণতা দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একটা সময় ছিল, যখন মিশরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হিজাব-পরিহিতা কোনো ছাত্রী দেখা যেত না। সে সময় এখন অতীত হয়ে গেছে। এখন যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখবেন, অর্ধেকের বেশি ছাত্রী হিজাব পরে আছে! খোঁজ নিলে দেখতে পাবেন, লাখ লাখ মুসলিম তরুণী কঠিনভাবে ইসলামের সকল অনুশাসন মেনে চলার চেষ্টা করছে। এ দৃশ্য দেখে আপনার অন্তর থেকে হতাশার কালো মেঘ সরে যাবে।

- লাইব্রেরি, প্রকাশনী ও বইমেলাসমূহে খোঁজ নিন। দেখবেন, এখন ইসলামি বই-পুস্তকই মানুষ বেশি কিনছে! বেস্ট সেলার বইয়ের তালিকায় এখন স্থান পাচ্ছে ইসলামি বই! এভাবে চারিদিকে দ্রুতগতিতে ভিড় জমে উঠছে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে!

- বরং সবখানে ইসলামের প্রভাব এতটা বেড়ে গেছে যে, এখন প্রায় সকল মতের দলসমূহ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইসলামের নাম ব্যবহার করে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করে। কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে, এখন সাধারণ মানুষের মন ইসলাম ও শরিয়াহর দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

- এখন ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো তাদের কর্মসূচিতে ইসলামিক থিসিস থাকার ঘোষণা দেয়!!

- সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোও এখন ইসলামি শাখা খুলে বসেছে!

- বিউটি পার্লারগুলোও পর্দানশিন মেয়েদের জন্য আলাদা বিভাগ খুলেছে!

- যে টিভি চ্যানেলগুলো একসময় কেবল নায়ক-নায়িকা ও নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করত, এখন সেসব চ্যানেলে ইসলামি স্কলারদের আয়োজনে ইসলামি অনুষ্ঠান প্রচার করতে দেখা যায়!

এখন আমরা যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, সামনে তা বাড়বে বৈ কমবে না। এবার একটু সামরিক পরিবর্তনের ওপর চোখ বুলাই :

- রাশানদের বিরুদ্ধে আফগান মুসলিমদের বিজয়ের কথা নিশ্চয় শুনেছেন।[২৮]

فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ - بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ - وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহরই। আর সেই দিন মুমিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হবে, আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন; তিনি পরাক্রমশালী, দয়ালু। এটা আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না; কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।'[২৯]

কক্ষনো মনে করবেন যে, রুশ বাহিনী আফগানিস্তানের দুর্গম ও রুক্ষ পাহাড়ের কারণে পরাজিত হয়েছে। বরং তাদের পরাজয়ের কারণ হলো, আল্লাহই তাদের পরাজিত করেছেন। তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে, কারণ

---

২৮. আলহামদুলিল্লাহ, এখন আমরা আমেরিকার বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের বিজয়ও দেখেছি। —অনুবাদক।

২৯. সুরা আর-রুম, ৩০ : ৪-৬।

আল্লাহ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। তবে আফগান বাহিনী আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার কারণ হলো, তারা আল্লাহকে দৃঢ়তা ও অবিচলতা দেখাতে পেরেছেন।

- আপনারা কি দেখেননি, ইসরাইলের সৈন্যরা হতদরিদ্র দেশ লেবাননে 'হিজবুল্লাহ'র নেতৃত্বে জনপ্রতিরোধের সামনে থেকে ইঁদুরের পালের মতো পালিয়ে গিয়ে কীভাবে আনন্দে নেচেছে!? গৃহযুদ্ধের এই পরাজয় তাদেরকে অর্থনৈতিক সংকটের দিকে ঠেলে দেয়।

- একসময় কয়েকটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ দখল করে নিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বলশেভিক কমিউনিস্টরা। তিনশ বছরের অধিক সময় ধরে তারা মুসলিমদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালায়। কুরআন বহন করা অপরাধ বিবেচিত হতো তাদের কাছে। আল্লাহ ও রাসুলের ওপর ইমান আনার 'অপরাধে' তারা যুদ্ধ করত শান্তিপ্রিয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাদের সে দাপট স্থায়ী হয়নি। জুলুমের অন্ধকার রজনী কেটে গিয়ে ইনসাফের সূর্য হেসে উঠল। তেজোদীপ্ত মুসলিমরা প্রাণপণ লড়াই করে ডেকে আনে কমিউনিস্ট কাফিরদের চূড়ান্ত পতন! কে করেছেন এসব? নিশ্চয়ই সে আল্লাহই করেছেন, যিনি মুসলিমদের সাহায্য করার ওয়াদা দিয়েছেন।

আরও নিকট অতীতের ওপর চোখ বুলাই এবার...

- আমেরিকার দিকে দেখুন। ষাটের দশকে সেখানে মুসলিমের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। এখন সে সংখ্যা আট মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে! সত্তরের দশকে আমি একটি আমেরিকান শহরে একটি অ্যাপার্টমেন্টকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখেছিলাম। ওই একটি মসজিদই ছিল সে শহরে। কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, সেখানে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে মসজিদের সংখ্যা। বর্তমান ওই একটি শহরেই দশটি মসজিদ আছে!!

- পাশ্চাত্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের দিকে তাকান। বর্তমানে সেখানে তাদের নিজস্ব স্কুল আছে, মসজিদ আছে, কেন্দ্র আছে, সংবাদপত্র আছে, একাধিক সংগঠন ও কোম্পানি আছে!

- বর্তমান বিশ্বে দ্রুতগতিতে যে ধর্ম প্রসার লাভ করছে, তা হচ্ছে ইসলাম!

- বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটে ইসলামি ওয়েবসাইট ভিজিট করে কয়েক মিলিয়ন মানুষ! শুধু আমেরিকা থেকেই এক মিলিয়নের বেশি মানুষ ইসলামি ওয়েবসাইট ভিজিট করে!

প্রিয় বন্ধুগণ, এসব কি চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্বাভাস নয়? এসব কি আমাদের পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখার জন্য যথেষ্ট নয়?

সপ্তম বাস্তবতা

শত্রুদের বাস্তবতা

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ,

কারা আপনাদের প্রতিপক্ষ? কাদের বিরুদ্ধে আপনারা জিহাদ করেন? তারা কি ইহুদি ও তাদের সহযোগী নয়? তাহলে আর ভয় কীসের? কারণ তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا

'যেখানেই তাদের পাওয়া গিয়েছে, সেখানেই তারা লাঞ্ছিত হয়েছে।'[৩০]

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ

'এরা সকলে সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সমর্থ হবে না; কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে অথবা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থেকে।'[৩১]

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

'তুমি নিশ্চয় তাদেরকে জীবনের প্রতি সকল মানুষ, এমনকি মুশরিক অপেক্ষা অধিক লোভী দেখতে পাবে।'[৩২]

---

৩০. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১১২।
৩১. সুরা আল-হাশর, ৫৯ : ১৪।
৩২. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৯৬।

এই হচ্ছে ইহুদিদের অবস্থা, যাদের আমরা ভয় পাচ্ছি।

أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ - وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন, যদি তোমরা মুমিন হও। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো। তোমাদের হাতে আল্লাহ ওদের শাস্তি দেবেন, ওদের লাঞ্ছিত করবেন, ওদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করবেন, মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন এবং তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[৩৩]

- ইহুদিরা যদি সংখ্যায় অনেক হয় এবং সকল কাফির বাহিনী একযোগ হয়ে তাদের সাহায্য করে, তবুও ভয়ের কোনো কারণ নেই। কারণ তাদের সম্বোধন করে আল্লাহ বলেছেন :

وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

---

৩৩. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১৩-১৫।

'আর সংখ্যায় তোমাদের দল অধিক হলেও তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের সঙ্গেই রয়েছেন।'[৩৪]

- তাদের সমরপ্রস্তুতি দেখে ভয় পাচ্ছেন? তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কী বলেছেন, দেখুন :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

'যারা কুফরি করে তাদের বলুন, "তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে একত্রিত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল!"'[৩৫]

- তাদের ধনসম্পদ দেখে ঘাবড়ে যাচ্ছেন? তাহলে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কী বলেছেন, দেখুন :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

'আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত্ত করার জন্য কাফিররা তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে, তারা ধনসম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে; অতঃপর তা তাদের মনস্তাপের

---

৩৪. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ১৯।
৩৫. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১২।

কারণ হবে, এর পর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফরি করেছে, তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে।'[৩৬]

- তাদের বুদ্ধি ও শারীরিক গঠন দেখে ভীত হয়ে পড়েছেন? তাহলে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ কী বলেছেন, শুনুন :

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

'তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না; তাদের চক্ষু আছে, কিন্ত তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তার চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই গাফিল।'[৩৭]

তবুও কি হে মুসলিমগণ, এই কাফিরদের তোমরা অজেয় মনে করো? তাহলে কয়েকটি চাক্ষুষ প্রমাণ দেখে নাও :

- আমরা তথাকথিত পরাশক্তি অহংকারী আমেরিকাকে ভিয়েতনাম—যা আয়তনে ছোট হওয়ার কারণে মানচিত্রে ঠিকভাবে দেখা যায় না—থেকে ৫৯ হাজার সেনার প্রাণ হারিয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসতে দেখেছি।

---

৩৬. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৩৬।
৩৭. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৭৯।

এভাবে সোমালিয়া ও লেবানন থেকেও দখলদারী কাফির বাহিনীকে লাঞ্ছনাকর পরাজয় নিয়ে পালিয়ে আসতে দেখেছি।

- আমরা শক্তিশালী রাশিয়ার চেরনোবিল চুল্লি বিস্ফোরিত হয়ে হাজার হাজার একর ভূমি দূষিত হতে দেখেছি।

- কাফিররা চ্যালেঞ্জার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করার পর গর্বভরে বলেছিল, এর মাধ্যমে তারা পূর্ণতার স্তরে পৌঁছে গিয়েছে! কিন্তু তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার আগেই আমরা তা বিস্ফোরিত হতে দেখেছি। পুরো ক্ষেপণাস্ত্রটি উৎক্ষেপণের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই (টার্গেটে আঘাত হানার পূর্বে) তাদেরই চোখের সামনে তা বিস্ফোরিত হয়!

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

'তারা যাকে শরিক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।'[৩৮]

وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ

'আর জমিনের অধিকর্তারা ভাবতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, হঠাৎ করে তার ওপর আমার

---

৩৮. সুরা আন-নামল, ২৭ : ৬৩।

নির্দেশ এসে পড়ে রাত্রে কিংবা দিনে। আর আমি তাকে কর্তিত ফসলের এমন শূন্য ভূমিতে পরিণত করি, যেন কালও এখানে কোনো আবাদ ছিল না।'[৩৯]

অনুরূপভাবে আমরা দেখেছি, কীভাবে কাফিররা আল্লাহর কুদরতের সামনে সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুই করার ছিল না তাদের...

- আমরা মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যেই পুরো একটি বন্যায় প্লাবিত হতে দেখেছি। ঘটনাটি ঘটেছিল আমেরিকার বিখ্যাত শহর নিউ অরলিন্সে। ১৯৯৫ সালের মে মাসে।

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ - وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

'তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সমুদয় পানি মিলে গেল এক স্থিরীকৃত কাজের জন্য।'[৪০]

- আমরা দেখেছি, একটি তুষার ঝড় আমেরিকার উন্নত ও আধুনিক শহর নিউইয়র্কে আঘাতে হেনে গাড়িসমূহ দাফন করে দিয়েছিল, রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়েছিল এবং টানা তিন দিন জীবনযাত্রা বন্ধ করে রেখেছিল!!

---

৩৯. সুরা ইউনুস, ১০ : ২৪।
৪০. সুরা আল-কমার, ৫৪ : ১১-১২।

- আমরা দেখেছি, একটি হারিকেন বিশাল বিশাল পরিবহন উড়িয়ে তাদের বাড়িঘরের ওপর নিক্ষেপ করছে!!

আমরা দেখেছি ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে, যা মানুষকে উৎখাত করেছিল উন্মূলিত খেজুর কাণ্ডের মতো। বনে-জঙ্গলে গাছপালা উড়তে দেখেছি। নিমিষের মধ্যেই শত শত তাজা প্রাণ ঝরে যেতে দেখেছি। সবই দেখেছি; কিন্তু আফসোস! এসব দেখে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারিনি!

আপনারা কি কাফির সমাজের ভেতরের অবস্থা দেখেছেন?

ভেতর থেকে তাদের সমাজ জীর্ণ, অধঃপতিত। তাদের জীবনযাপন খুবই লাঞ্ছনাকর। কেলেঙ্কারিকে তারা পরোয়া করে না। যা ইচ্ছা তা-ই করে বেড়ায়। কামনা তাদের চালিত করে। প্রবৃত্তির বাসনা তাদের নীতিবোধ ও নৈতিকতাকে পরাভূত করে রাখে।

চলুন, একটা জরিপ দেখে নিই, যেখানে আঠারো বছরের নিচের মার্কিন তরুণদের—যারা আর দশ বছর পর তাদের দেশের নেতৃত্বের আসনে বসবে—অবস্থা চিত্রায়িত হয়েছে...

- এই তরুণদের ৫৫% ব্যভিচারের অপরাধে জড়িত। আমেরিকার প্রধান প্রধান শহরে এই হার ৮০% এবং গ্রামাঞ্চলে ৩৩%! তার মানে হলো, আমেরিকার

সবচেয়ে সভ্য পরিবেশেও ৩৩% তরুণ ব্যভিচারের অপরাধের সাথে জড়িত! এই জরিপ কেবল অনূর্ধ্ব-১৮ তরুণদের নিয়ে। সব বয়সের মানুষকে নিয়ে করা জরিপে ব্যভিচারীদের হার প্রায় ৯০%!!

- সেখানে প্রতিবছর ৩ লাখ ৫০ হাজার অনূর্ধ্ব-১৮ তরুণী বিয়ে ছাড়াই গর্ভবতী হয়! এটা আনুমানিক ধারণা। বাস্তবে বিয়েবহির্ভূত গর্ভপাতের ঘটনা এর চেয়ে বেশি!

- ২৪% মার্কিন পরিবারে পিতা বলতে কেউ নেই! কারণ মা একাধিক পুরুষের সাথে জিনা করার কারণে কোন সন্তান কার তা জানেই না! অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণে পরিবার পিতাহীন হয়ে পড়েছে।

- ৪০% তরুণ মাদকাসক্ত। অ্যালকোহল সেখানে পানির মতো সহজলভ্য। তাই অ্যালকোহলসেবীদের সংখ্যা গণনা করা মানে কেমন যেন আদমশুমারি করা!!

- মার্কিন শহর ডালাসে মাত্র এক বছরে (১৯৯৮-১৯৯৯) অপরাধ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭০ গুণ!!

- আমেরিকায় যেসব কারণে তরুণদের মৃত্যু হয়, তার তৃতীয় স্থানে রয়েছে আত্মহত্যা! অর্থাৎ আগামীর আমেরিকা যাদের হাতে পরিচালিত হবে, তাদের বড় একটি অংশ আত্মহত্যা করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে! হিসাব করে দেখা গেছে, শুধু আমেরিকাতেই প্রতিবছর

প্রায় ৩২ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে দুনিয়া ত্যাগ করে!

- সেখানে প্রতি সাত জনের একজন তরুণ জুয়ায় আসক্ত— যাকে রীতিমতো একটি ভয়ংকর রোগ মনে করা হয়।

এই হচ্ছে বর্তমান তথাকথিত পরাশক্তি আমেরিকার অভ্যন্তরীণ অবস্থা, যার ভয়ে আমরা বিনা কারণে তটস্থ হয়ে আছি!!

প্রিয় দ্বীনি ভাই, বন্ধু...

এখনো কি ভেতর থেকে পচে যাওয়া ওই জাতির বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ রয়ে গেছে? নিঃসন্দেহে আমরা সে জাতির বিরুদ্ধে হেসেখেলে জয়লাভ করব, যাদের অধিকাংশই ব্যভিচারী অথবা সমকামী। যে জাতির হৃদয়ে আছে মদ ও নোংরামির প্রতি ভালোবাসা, সে জাতি কোনোভাবেই ইমানি বলে বলীয়ান মুসলিম বাহিনীর সাথে পেরে উঠবে না ইনশাআল্লাহ। দরকার শুধু সাহসের। আমার বিশ্বাস, এতক্ষণে সেই সাহস তোমার হয়েছে।

প্রিয় দ্বীনি ভাই, বন্ধু...

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ - مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

'নগরীতে কাফিরদের চালচলন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। এটা হলো সামান্য ফায়দা—এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোজখ। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান।'[৪১]

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ

'আর কাফিররা যেন কখনো মনে না করে যে, তারা বেঁচে গেছে; কখনো এরা আমাকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না।'[৪২]

অষ্টম বাস্তবতা

বিজয় আসে সংগ্রামের সবচেয়ে কঠিনতম মুহূর্ত অতিক্রম করার পর

হে বিজয় বিলম্বিত হওয়ায় আশা হারিয়ে ফেলা আমার ভাই...

জেনে রাখুন, বিজয় আসে সংগ্রামের সবচেয়ে কঠিনতম মুহূর্ত অতিক্রম করার পর। আল্লাহর এই বাণী কি আপনি শোনেননি :

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

---

৪১. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৯৬-১৯৭।

৪২. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৫৯।

'এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাঁদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাঁদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি, তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না।'[৪৩]

সংগ্রামের কঠিন মুহূর্ত সেটাই, যখন রাসুলসহ জাতির সকল লোক মনে করেছিল যে, সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে। এই মিথ্যা সাব্যস্তকরণ, জুলুম, বিমুখতা ও সন্দেহ বুঝি আর শেষ হবে না। কিন্তু তবুও তাঁরা নিজেদের আদর্শ ও মূলনীতি ত্যাগ করেননি। তাই আল্লাহর সাহায্য এসে পৌঁছেছে তাঁদের নিকট। অনুরূপভাবে সর্বযুগে হকের ঝান্ডাবাহীদের সামনে এমন একটি সময় উপস্থিত হয়, যখন নৈরাশ্য চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে। এমন কঠিন মুহূর্তে যদি ইমানের ওপর অটল থাকা যায়, সঠিক আদর্শ ও মানহাজের ওপর অবিচল থাকা যায়, তবেই আসে কাঙ্ক্ষিত আল্লাহর মদদ।

আরেকটি আয়াতের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিন :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ

---

৪৩. সুরা ইউসুফ, ১২ : ১১০।

'তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে; অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের ওপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে, যাতে নবি ও তাঁর সঙ্গের মুমিনগণকে পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, "কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য!" তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।'[88]

হ্যাঁ, এভাবেই সময়ের কঠিন মুহূর্তে যখন ধৈর্য তার শেষ সীমায় পৌঁছে যায়, তখনই আল্লাহ ঘোষণা দেন, 'শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।'

খন্দকের যুদ্ধে মুমিনরা সম্মুখীন হয়েছিলেন এক কঠিন মুহূর্তের। পবিত্র কুরআনে রব্বুল আলামিন সেই দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا - هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

'যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ

---

৪৪. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১৪।

ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল।'[৪৫]

কিন্তু এরপর কী হয়েছিল? মুসলিমরা অর্জন করল একের পর এক বিজয়। হুদাইবিয়া, মক্কা, তায়িফ... এভাবে একনাগাড়ে বিজয় অর্জন করতে করতে গোটা আরব উপদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হলো ইসলামের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব।

নবম বাস্তবতা

আল্লাহ তাড়াহুড়া করেন না

হে বিজয় বিলম্বিত হওয়ায় অস্থির হয়ে পড়া ভাই...

জেনে রাখুন, আল্লাহর প্রতি বান্দার আদবের দাবি হলো, তাঁর কাছ থেকে তাড়াতাড়ি পেতে না চাওয়া। কেননা, আল্লাহ তাআলা স্বীয় হিকমাহ ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষা করেন। অতঃপর যথোপযুক্ত সময়ে তাদের পুরস্কার দান করেন। সুতরাং বিজয় আসতে দেরি হচ্ছে মনে করে হতাশ হবেন না। যে সময় বিজয় অর্জিত হলে মুমিনদের জন্য কল্যাণকর হবে, তা তিনি খুব ভালো করেই জানেন। সে অনুযায়ী যথাযথ সময়ে বিজয় আসবে ইনশাআল্লাহ। কাজেই বিজয়ের অপেক্ষায় অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই।

---

৪৫. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ১০-১১।

সহিহ বুখারিতে খাব্বাব বিন আরাত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'আমরা রাসুল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলাম। তখন তিনি তাঁর চাদরকে বালিশ বানিয়ে কাবা শরিফের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, "আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করবেন না?" তিনি বললেন :

كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

"তোমাদের আগের লোকদের অবস্থা এই ছিল যে, তাদের জন্য মাটিতে গর্ত খোঁড়া হতো এবং ওই গর্তে তাকে পুঁতে রেখে করাত দিয়ে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করা হতো। এটা তাদেরকে দ্বীন থেকে টলাতে পারত না। লোহার চিরুনি দিয়ে শরীরের হাড়, মাংস ও শিরা-উপশিরা সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হতো। এটাও তাদেরকে দ্বীন থেকে বিরত রাখতে পারত না। আল্লাহর কসম, আল্লাহ এই দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। তখন একজন উষ্ট্রারোহী

সানা থেকে হাজারামাওত পর্যন্ত সফর করবে, আল্লাহ ছাড়া এবং নেকড়ের পালের জন্য বাঘের ভয় ছাড়া অন্য কিছুর সে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বড্ড তাড়াহুড়া করছ!'"[৪৬]

সুবহানাল্লাহ! খাব্বাব বিন আরাত ﵁-এর মক্কায় কী কী বিপদ বয়ে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, 'তোমরা বড্ড তাড়াহুড়া করছ!' আমরা এখনো এমন কী বিপদের সম্মুখীন হয়েছি যে, বিজয় বিলম্বিত হচ্ছে বলে অস্থির হওয়ার অধিকার পাই!?

বিজয়ের আগে আমাদের অনেক দায়িত্ব আছে। সম্পদের মায়া ত্যাগ করে তা দান করতে হবে আল্লাহর রাস্তায়। প্রিয়তমা স্ত্রী, আদরের ছেলেমেয়ে, ঘরবাড়ি সব ফেলে ছুটে আসতে হবে জিহাদের ময়দানে। জীবন বাজি রেখে লড়াই করতে হবে কুফফার বাহিনীর বিরুদ্ধে। পেশ করতে হবে রক্তের নজরানা। পান করতে হবে শাহাদাতের অমীয় সুধা। তার পরেই তো আসবে কাঙ্ক্ষিত বিজয়।

মনে রাখতে হবে, বিজয় ওই সময়েই আসবে, যা খালিক নির্ধারণ করে রেখেছেন। সে সময়ে নয়, যে সময়ে মাখলুক কামনা করে।

---

৪৬. সহিহুল বুখারি : ৩৬১২।

দশম বাস্তবতা

প্রতিদান বিজয়লাভের সাথে সংযুক্ত নয়, আমলের সাথে সংযুক্ত

হে বিজয় বিলম্বিত হওয়ায় অস্থির হয়ে পড়া ভাই...

মনে রাখবেন, সাওয়াব বা প্রতিদান লাভের জন্য সফলতা অর্জনের প্রয়োজন নেই। একনিষ্ঠভাবে আমল করাই যথেষ্ট। আল্লাহ বলেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ইমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেবো, যা তারা করত।'[৪৭]

জেনে রাখুন, আপনি যদি সুন্দরভাবে আপনার দায়িত্ব পালন করে যান, সফলতা আসুক বা না আসুক, আপনি আপনার বিনিময় পেয়ে যাবেন। আপনার চেষ্টা-সাধনা যত বেশি উন্নত হবে, আপনার সাওয়াবও ততটা উন্নত হবে।

---

৪৭. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৯৭।

সফলতা ও বিজয় একদিন আসবেই আসবে। আপনি দেখে যেতে না পারলেও আপনার সন্তান ও ভাই-বন্ধুরা তার সুফল ভোগ করবে।

এ জন্য চেষ্টা করতে করতে কখনো বিজয়ের ব্যাপারে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন না। ভুলেও এমনটি করবেন না। তাহলে আপনার সাওয়াব বিনষ্ট হয়ে যাবে। বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে বিজয়ও বিলম্বিত হবে। কারণ বিশ্বাসই বিজয়কে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে আসে। বিজয়ের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থাকলে বিজয় সহজে ধরা দিতে চায় না। আল্লাহ বলেন :

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ

'যে ধারণা করে যে, আল্লাহ কখনোই ইহকালে ও পরকালে রাসুলকে সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক; এরপর কেটে দিক; অতঃপর দেখুক, তার এই কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কি না।'[৪৮]

খন্দক যুদ্ধের ওপর দৃষ্টিপাত করুন। রাসুল ﷺ-এর সাহাবিগণ নিরাপত্তাহীন অবস্থায় পড়ে গেলেন। চারিদিক থেকে শত্রুরা ঘেরাও করে নিল। এক্ষুনি শত্রুদল হানা দিয়ে সবকিছু শেষ করে দেবে এমন কঠিন অবস্থা। এমন সংকটজনক মুহূর্তে তাঁরা শুনতে পেলেন রাসুল ﷺ-এর মুখ

---

৪৮. সুরা আল-হাজ, ২২ : ১৫।

থেকে কল্পনার ভিত নাড়িয়ে দেওয়া আজব ভবিষ্যদ্বাণী! সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করলেন প্রিয় নেতার অবিশ্বাস্য সুসংবাদের ওপর!

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বারা ﵁-এর মুখ থেকেই শুনুন সেই ঘটনা :

'...রাসুল ﷺ বিসমিল্লাহ বলে পাথরটিতে কোদাল দিয়ে আঘাত হানলেন। তাতে তার একাংশ ভেঙে পড়ল। তখন তিনি বলে উঠলেন, "আল্লাহু আকবার! আমাকে শামের চাবিসমূহ দান করা হয়েছে! আল্লাহর কসম, আমি এখন তাদের লাল প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি!" অতঃপর দ্বিতীয়বার আঘাত করলেন এবং বললেন, "আল্লাহু আকবার! আমাকে পারস্য সাম্রাজ্য দান করা হয়েছে! আল্লাহর কসম, আমি এখন মাদায়েনের শ্বেত-শুভ্র প্রাসাদগুলো দেখতে পাচ্ছি!" অতঃপর তৃতীয়বার বিসমিল্লাহ বলে আঘাত করলে পাথরটির বাকি অংশ ভেঙে পড়ল। তখন তিনি বললেন, "আল্লাহু আকবার! আমাকে ইয়ামেনের চাবিসমূহ দেওয়া হয়েছে! আল্লাহর কসম, আমি এখান থেকে সানার দরজাসমূহ দেখতে পাচ্ছি!"'[৪৯]

চতুর্দিক থেকে শত্রুবেষ্টিত সাহাবিগণ শুনলেন শাম, পারস্য ও ইয়ামেন বিজয়ের সুসংবাদ! কিন্তু তাঁদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখুন। বিরাজমান নাজুক পরিস্থিতিতেও তাঁরা

---

৪৯. সুনানুন নাসায়ি : ৩১৭৬।

বিশ্বাস স্থাপন করতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। যেন রাসুল ﷺ-এর মতো তাঁরাও দেখতে পাচ্ছিলেন ভবিষ্যৎ বিজয়ের সে দৃশ্যাবলি! এ জন্যই তো খন্দক যুদ্ধের পর মুসলিমদের বিজয়ঘোড়া বাধাহীনভাবে ছুটে চলেছিল!

হে মুমিনগণ, তোমরাই বিজয়ী...

আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ, আপনাদের সামনে দারুণ একটি আয়াত উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ তাআলার প্রতিটি আয়াতই দারুণ। তবে এই আয়াতটি মহা অনুগ্রহশীল প্রভুর একটি বিশেষ গুপ্তধন, পরম করুণাময় সত্তার বিশেষ অনুদান।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিতও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।'[৫০]

তোমরা কি জানো, হে মুসলিমগণ, আয়াতটি কখন নাজিল হয়েছিল?

এই আয়াত নাজিল হয়েছিল উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের পরে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জানিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব সাময়িক পরাজয়ের দ্বারা

---

৫০. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৩৯।

প্রভাবিত হয় না। এ দুটি বিষয় চক্ষুষ্মান বিজয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। নির্ভর করে না প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বের ওপরও। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের এও জানিয়ে দিয়েছেন যে, সময় আবর্তিত হতে থাকে এবং ইতিহাস বারে বারে তার রূপ পাল্টায়। আজ আমাদের সময় তো কাল ওদের সময়—এভাবে ঘুরতে থাকে সময়ের চাকা। তবে সময়ের শেষ পর্বটি হবে মুমিনদের বিজয় ও কর্তৃত্বের, ইনশাআল্লাহ।

হে মুমিনগণ, হে আল্লাহর বান্দাগণ!

- তোমরাই বিজয়ী। কারণ তোমরা যাঁর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি সকল দোষত্রুটি ও দুর্বলতার ঊর্ধ্বে।

  وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

  'আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।'[৫১]

- তোমরাই বিজয়ী। কারণ তোমরা যাঁর আদর্শ অনুসরণ করো, তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নবি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ

---

৫১. সুরা ফাতির, ৩৫ : ৪৪।

মহামানব, রাসুলগণের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কুফরের প্রভাব মিটিয়েছেন, তাঁকে কেন্দ্র করে সকল সত্যান্বেষীদের একীভূত করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমেই নবুওয়তের ধারা সমাপ্ত করেছেন।

- তোমরাই বিজয়ী। কারণ তোমরা যে কিতাবকে নিজেদের জীবনবিধান মনে করো, তা হচ্ছে সেই কুরআন, যাতে আছে তোমাদের আগের ও পরের সকল সংবাদ এবং তোমাদের জীবন পরিচালনা করার সুন্দর নীতিমালা। যে জালিমরা এই কিতাবের বিরোধিতা করবে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করবেন। যারা এই কিতাবের বাইরে জ্ঞান আহরণ করবে, তারা পথহারা হবে। এটি আল্লাহর শক্ত রজ্জু, দীপ্তিময় আলো, উপকারী শিফা।

যে তাকে আঁকড়ে ধরে, সে সুরক্ষিত থাকে। যে তার দিকনির্দেশনা মেনে চলে, সে মুক্তি পায়। কেউ পথভ্রষ্ট হলে এ কিতাব তাকে সরল পথের দিশা দেয়। এ কিতাবের প্রতি মুগ্ধতার কোনো শেষ নেই। বারবার পড়লেও কোনোদিন বিরক্তি আসে না।

- তোমরাই বিজয়ী। কারণ তোমাদের ধর্ম হচ্ছে ইসলাম—যা দ্বীন ও দুনিয়া, দেহ ও আত্মা এবং মন ও বিবেকের সমন্বিত জীবনদর্শন। এই ধর্মে এমন কিছু নেই, যা আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দেননি।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'[৫২]

- তোমরাই বিজয়ী। কারণ তোমাদের মাঝে আছে পূর্ণাঙ্গ নৈতিকতা। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

'আমি তো নৈতিক চরিত্রের পূর্ণতা-দানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি।'[৫৩]

- তোমরাই বিজয়ী। কারণ তোমাদের পরস্পরের মাঝে আছে সুদৃঢ় সম্পর্ক ও হৃদ্যতা।

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ

---

৫২. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৩।
৫৩. আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকি : ২০৭৮২।

তাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৫৪]

- তোমরাই বিজয়ী। কারণ তোমাদের হৃদয়ে আছে প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'আল্লাহ তা করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে যে, যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। এবং সাহায্য তো শুধু আল্লাহর নিকট হতেই আসে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৫৫]

- তোমরাই বিজয়ী। কেননা তোমাদের প্রতিশ্রুত ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ - فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ - إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ

---

৫৪. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৬৩।

৫৫. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ১০।

'আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা বলত, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ইমান এনেছি, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন; আপনি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।" কিন্তু তাদের নিয়ে তোমরা এত ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা তো তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হলো সফলকাম।'[৫৬]

হে ধৈর্যশীল মুমিনগণ, তোমরাই বিজয়ী হবে, তোমরাই সফলকাম হবে, ইনশাআল্লাহ।

৫৬. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ১০৯-১১১।

পরিশিষ্ট

আমার প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বন্ধু, হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা!

তোমাকে পাথর ও গাছপালাও ডেকে ডেকে বলে, হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা!

অশ্রু মুছে ফেলো। দুর্বলতা, সংকীর্ণতা কাটিয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াও। জেনে রাখো, সামনের দিনগুলো তোমারই হবে, অন্য কারও নয়। ভবিষ্যৎ পৃথিবী তোমার ধর্মের অনুকূল হবে, অন্য কোনো ধর্মের নয়। আর সর্বাবস্থায় উত্তম পরিণাম তো মুত্তাকিদের জন্যই। জেনে রাখো, কষ্ট করলে ফল মেলে আর সবুরে মেওয়া ফলে। ধৈর্য ধরো, হতাশ হোয়ো না, বিশ্বাস হারিয়ো না। অবশ্যই বিজয় আসবে। কারণ, কষ্টের মাঝে নিহিত থাকে স্বস্তি।

মনে রাখবে, রাত যত গভীর হয়, সুবহে সাদিক তত নিকটে চলে আসে। তিমির অমানিশার বিভীষিকাময় রাত পেরিয়ে ফজরের আগমন ঘটে। যতক্ষণ তুমি আল্লাহকে সাহায্য করবে, ততক্ষণ তিনিও তোমাকে সহযোগিতা করবেন। যতক্ষণ তুমি তাঁর সাথে থাকবে, তিনিও তোমার সাথে আছেন। যদি তুমি তাঁর পথে জিহাদ করো, তিনি অবশ্যই তোমাকে তাঁর সিরাতে মুসতাকিমের ওপর অটল-অবিচল রাখবেন।

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

'যারা আমার জন্য জিহাদ করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।'[৫৭]

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

'আমি তোমাদের যা বলছি, তোমরা তা অচিরেই স্মরণ করবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর ওপর অর্পণ করছি; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।'[৫৮]

পরিশেষে বলি, মহান আল্লাহ যতটুকু তাওফিক দিয়েছেন ততটুকু বলার চেষ্টা করেছি। ভুলক্রটির জন্য তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। আমার জন্য, আপনাদের জন্য, সবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন (আমিন)।

---

৫৭. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৬৯।

৫৮. সুরা গাফির, ৪০ : ৪৪।

অনুবাদকের কথা...

বাতিলের বর্তমান দম্ভ-দাপট আর নিজেদের করুণ অবস্থা দেখে আজকের অধিকাংশ মুসলিমই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। দুর্বলতাকে তারা নিজেদের চাদর বানিয়ে নিয়েছে। স্বরূপে উদ্ভাসিত হলে এ উম্মাহর পক্ষে যে আবার বিশ্বনেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়া সম্ভব—গুড়িয়ে দেওয়া সম্ভব বাতিলের দাম্ভিকতার সব দুর্গ-দালান, এ বোধটুকু অনেকের মাঝে আজ জাগ্রত হয় না। এর মূল কারণ মুসলিম উম্মাহ আজ নিজেদের পরিচয় ভুলে গেছে, তারা ভুলে বসেছে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। কেন মুসলিমরা আজ হতাশায় নিমজ্জিত? অথচ কেমন মেজাজ তাদের লালন করা উচিত এবং প্রকৃতপক্ষে কী এ জাতির বৈশিষ্ট্য?—এ বাস্তবতাই তুলে ধরেছেন ড. রাগিব সারজানি তার (أمة لن تموت) গ্রন্থে। মুসলিমদের পুনর্জাগরণের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী এ গ্রন্থটি আমরা বাংলাভাষী পাঠকের জন্য প্রকাশ করেছি 'আমরা অজেয়' নামে...

-আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ

যে জাতির হাতে কুরআনের মতো কিতাব আছে এবং রাসুল সা.-এর হাদিসের মতো হাদিস আছে, সে জাতির নিরাশ হওয়া সত্যিই খুব আশ্চর্যজনক। যে জাতির পেছনে এক সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে, যে জাতির মাঝে জন্ম নিয়েছেন শত শত বীরপুরুষ, সে জাতি কী করে হতাশ হতে পারে? যে মুসলিম জাতির কাছে আছে অতুলনীয় শক্তিমত্তা ও ধনভান্ডার, সে জাতি কখনো আশাহত হতে পারে না। নিরাশা, হতাশা, আশাহীনতা কখনোই এ জাতির শান হতে পারে না।

হ্যাঁ, মহিমান্বিত কুরআন ও পবিত্র হাদিসে শত শত নয়; বরং হাজার হাজার এমন আশাজাগানিয়া তত্ত্ব আছে, যা এই উম্মাহর বিশ্ব নেতৃত্বে ফিরে আসার অনিবার্যতা নিশ্চিত করে। যারা এই ধর্মের স্বরূপ এবং এই জাতির প্রকৃতি সম্পর্কে জানে, তাদের পক্ষে এ সত্য অস্বীকার করা সম্ভব নয়।